দম-বাজ।

(ব্যাঙ্গরঙ্গ)

১৩১৫ সাল, ১১ই মাঘ, রবিবার
মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীঅতুল কৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
৮০ নং বিডন ষ্ট্রীট, "কুসুমিকা প্রেস" হইতে
কে, এস, সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ॥০ আনা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শ্রীরাম স্বামী ...	মাদ্রাজ প্রদেশের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি।
রঘুয়ারামজী	ঐ পুত্র।
দীপণ	ঐ আত্মীয়।
সুরমণ	সম্ভ্রান্ত যুবক।
রঙ্গিয়ানন্দ	দমবাজ সাধু।
বিছুয়া	ঐ শিষ্য।

প্রতিবেশীদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বৃদ্ধা গৃহিনী	শ্রীরাম স্বামীর মাতা।
শোহানিয়াশ্রী	ঐ স্ত্রী (২য় পক্ষের)।
তরিৎকুমারী	ঐ কন্যা (প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাতা)।
বিলাসিয়া	ঐ পরিচারিকা।

রমণীগণ ইত্যাদি।

[illegible]-রঙ্গ।

(প্রস্তাবনা)।

বড় ঠকাঠকির দরবার।
কেউ ঠকাচ্ছে, কেউ ঠক্‌ছে,
চ'লেছে কারবার ;—
বরাবর চলেছে কারবার।
ঠক্‌ছে যে, সে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না,
ঠকাচ্ছে যে, ধর্ম্মপানে চেয়ে সে দেখ্‌ছে না ;—
এটা কাঁদছে, ওটা হাঁস্‌ছে,
বিষম এ ব্যাপার ;—
বড় বিষম এ ব্যাপার ॥
আমরা এ ঢং দেখ্‌তে শুধু নই,
কাঁদছে যে তার কানে কানে গে—
মাভৈঃ মাভৈঃ কই ;
আর ঠকিয়ে হাসে যে জন,
ও—তার কান্না শনি সার ;
শেষে—তার কান্না [illegible] সার ॥

দম্ বাজ

রঙ্গ নাট্য।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরাম স্বামীর বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

(দীপন ও বিলাসিয়ার প্রবেশ।)

দীপ। তোমাদের বাড়ীতে যে সাধুটা এসে জ'মে বসেছে, সে সাধুটার নাম কি বিলাসিয়া?

বিলা। তা বেস মামা ঠাকুর! তার যেমন ঢং, নামও তেম্নি!

দীপ। কি?

বিলা। রঙ্গিয়ানন্দ শ্রীনারায়ণজী মহারাজ মূচ্ কন্দিয়া।

দীপ। কর্ত্তাকে ভোলালে কি ক'রে?

বিলা। আগে এসে বুড়োগিন্নিকে ভোলালে, তারপর কর্ত্তা ও ভুল্‌লেন—

দীপ। কি করে?

বিলা। কর্ম্মে আবার কি ? শূয়োর পেটে খায়, আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়, আর বাড়ির সবার খুঁৎ বার কর্ব্বার চেষ্টায় ফেরে।

দীপ। কর্ত্তা তাকে খুব বিশ্বাস করেন ?

বিলা। বিশ্বাস ব'লে বিশ্বাস। কর্ত্তা আজ কাল একেবারে রঙ্গিয়ানন্দময় হ'য়ে গেছেন। যত কিছু গোপনীয় কথা, সব তার সঙ্গে হয়। যা কিছু ভাল খোরাক, সব তার জন্য রাখা হয়। সে হাই তুল্লে তুড়ি দেন, হাঁচলে "জীব" বলেন, কাশলে মুখের কাছে হাত এগিয়ে দেন্। তার সামান্য কথাকে দেবতার উপদেশ বলেন। সামান্য কার্য্যকে অদ্ভুত ব্যাপার বলে বোধ করেন। সে বেটাও বুঝে নিয়েছে, সংসারের ওপর যা খুসি তাই চালাচ্ছে, যাকে যা না বলবার তাই ব'লছে। চেলা বেটাও তেম্নি জুটেছে, বেটা যেন বিশকর্ম্মার বেটা বেয়াল্লিশকর্ম্মা। ঐ যে কর্ত্তা খামার থেকে ফিরে আস্ছেন !

(অপর পার্শ্ব হইতে শ্রীরাম স্বামীর প্রবেশ।)

দীপ। আসুন স্বামিজি মহাশয় ! আপনার জমি জমার সংবাদ কি ? ফসল কি রকম জ'ন্মেছে দেখে এলেন ?

শ্রীরাম। ভাই ! সে সব কথা পরে হবে, এখন বাড়ীর সংবাদ জান্তে বড়ই ব্যস্ত হ'য়েছি। বিলাসিয়া ! বাড়ীর সব ... কে, কেমন আছে ? সব ভাল ত' ?

বিলা। আজ্ঞে, পরশু দিনরাত ছোট মা বড় জ্বরে ভুগেছেন, আর মাথার কামড়ে একেবারে অস্থির হ'য়েছিলেন !

শ্রীরাম। বেস্! আমার রঙ্গিয়ানন্দ শ্রীনারায়ণজী কেমন আছেন?

বিলা। রঙ্গিয়ানন্দ? বেস আছে। দিনকের দিন শরীর খানি বাড়্‌ছে বই কোম্‌ছে না—গায়ে রক্ত যেন ফেটে প'ড়ছে।

শ্রীরাম। আহা! বেচারা!

বিলা। এদিকে ছোট মা আমাদের সমস্ত রাত যাতনা ভুগে, সকালে বারম্বার মূর্চ্ছা যেতে লাগ্‌লেন, দিনভোর একবিন্দু জলও খেতে পারেন নি।

শ্রীরাম। বেস্! আর আমার রঙ্গিয়ানন্দ শ্রীনারায়ণ জী?

বিলা। দিব্য চব্য চয্য লেহ্যপেয় ভক্ষণ করেছেন।

শ্রীরাম। আহা! বেচারা—

বিলা। এদিকে ছোটমার চক্ষে দিবা রাত্রির মধ্যে একটি বারও ঘুম আসেনি। কেবল ছট্‌ফট্‌ ক'রেছেন, কেবল ছট্‌ফট্‌ ক'রেছেন।

শ্রীরাম। বেস্! আর আমার রঙ্গিয়ানন্দ শ্রীনারায়ণ জী?

বিলা। আহারের পর দিব্য ছাঁচিপান খেয়ে, দিব্য সুগন্ধি তাম্রকুট সেবা ক'রে, দিব্য বিছানায় দিব্য বালিসে মাথা দিয়ে, গড়র্ গড়র্ ক'রে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছেন।

শ্রীরাম। আহা বেচারা—

বিলা। এদিকে ছোট মা আমাদের অনেক সেবা শুশ্রূসার পর বিকালে কিছুক্ষণ নিদ্রা গেছলেন।

শ্রীরাম। বেস্! আর আমার রঙ্গিয়ানন্দ শ্রীনারায়ণ জী?

বিলা। ছোট মা ঘুমিয়েছেন শুনে, কেঁদে আকুল হ'য়ে, ছ সাত পাত্র সরবত্ মেরে দিয়েছেন।

শ্রীরাম। আহা বেচারা—

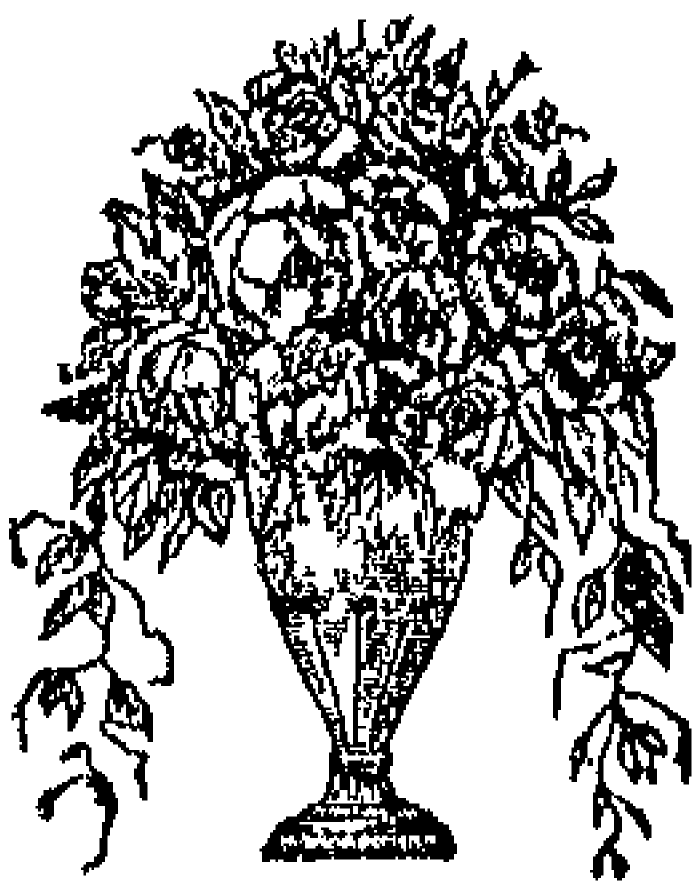
বিলা। এখন কে কেমন আছে শুনলেন ত! এইবার আমি গিয়ে ছোট মাকে খপর দিইগে যে, কর্ত্তা তাঁর অসুখের কথা শুনে বার দশেক্ ঢোক্ গিলেছেন, আর বেস্ বেস্ বলেছেন।

(হাসিতে হাসিতে বিলাসিয়ার প্রস্থান।)

দীপ। বিলাসিয়ার বিদ্রূপের হাসিটা দেখ্‌তে পেলেন কি? বিশেষ একটা পথের ভিখারীকে এনে নিজের বাড়ীর কর্ত্তা করে' দিলে, কে যে বিদ্রূপ না কর্ব্বে তা ত বুঝতে পারিনা।

শ্রীরাম। বেশ ভায়া বেশ! এখন তোমার বক্তব্য ত শেষ হয়েছে? এখন আমি চল্লেম।

(উভয়েরর উভয় দিকে প্রস্থান।)



প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(বৃদ্ধা গৃহিনীর প্রবেশ।)

বৃদ্ধা। ওরে, তোরা কোথারে? সব আয়নারে! আজ যে বাবা ঠাকুরের চরণ পূজার দিন। আ ম'ল, কেউ যে দেখ্‌ছি কথাটা কাণেও তুল্‌ছেনা। ঐ তো সব এদিক ওদিক ক'চ্চে। বৌমা! বৌমা!

(শোহনিয়া শ্রীর প্রবেশ।)

শোহ। কেন মা?

বৃদ্ধা। এখনও কেন মা বল্‌ছ'! বাবা ঠাকুরের পা পূজা কর্ত্তে হবে, তাঁর আসন কই? ফুল চন্দন কই?

শোহা। ওঃ তাই? তা বিলাসিয়াকে আর ছুঁড়ি গুনোকে ত অনেকক্ষণ তার যোগাড় কর্ত্তে বলেছি!

বৃদ্ধা। তোমার যেমন বিলাসি আর তেমনি ছুঁড়ি গুনো; ও কথা আর ব'লনা মা! ঘরে যে জ্যান্ত দেব্‌তা এসে হাজির হ'যেছে, তাকি ওরা বুঝেছে নাকি? বোঝা চুলোয় যাক্, উল্টে সব মুখটিপে টিপে হাসে; ইচ্ছে হয় দল্‌কে দল্‌ ঝাঁ্যাটা মেরে দূর করে' দিই।

শোহ। না মা তা কর্ত্তে হবেনা; আমি এখনি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি!

(প্রস্থান।)

বৃদ্ধা। (স্বগত) কেউ ভালনা, কেউ ভালনা, সব সমান! মনে করে এটা তামাসা! আসুক শ্রীরাম, তার পর বুঝে নেব। তড়িৎ কোথা? বিলাসি কোথা?—

বিলাসিয়ার প্রবেশ।)

বিলা। এই যে আমি। কি দর্‌কার গিন্নি ঠাক্‌রুণ?

বৃদ্ধা। গোবর জল ছড়াতে ছড়াতে বাবা ঠাকুরকে নিয়ে আয়!

বিলা। আমায় আর যেতে হবেনা, তিনি আস্‌ছেন।

(আশা সোঁটা হস্তে বিছুয়া ও পশ্চাতে রঙ্গিয়ানন্দের প্রবেশ।)

বিছু। সবাই মাথা হেঁট করে চক্ষু বুজে থাক', গুরুদেব চ'লেছেন।

(সকলের তথা করণ)

রঙ্গি। গোময় বারি! গোময় বারি!

বৃদ্ধা। বিলাসি! গোবর জল ছড়া দে!

বিলা। আগে না পিছে?

বৃদ্ধা। আগে—আগে! (তথাকরণ)

(আসন ও ফুল লইয়া জনৈক সখির প্রবেশ)।

বৃদ্ধা। বাবাঠাকুর! আসনে বসুন! (তথাকরণ)

বৃদ্ধা। এই শ্রীপাদ পদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি। আশীর্বাদ করুন আমার এ বংশের সবার যেন আপনার পদে মতি হয়।

(পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।)

বাবা! আপনি মানুষ নন্, আপনি দেবতা! অনুগ্রহ করে আমার সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ক'র্ত্তে আগমন ক'রেছেন। অধিক আর কি বল্‌'ব! যাঁতে সকলে

সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা করে, আপনার সেবায় দেহ প্রাণ অর্পণ করে, তাই করুন।

রঙ্গি। (কর যোড়ে উপর পানে চাহিয়া) দেবতা! দেবতা! ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! সাধু! সিদ্ধ! বিভু! বিভু! দেহ—মন! সেবা-সেবা! মা! ঐ সবাই আসিয়াছেন, ঐ সবাই এই দেহে প্রবেশ করিলেন। আপনার সংসারের সবাই আত্ম সমর্পণ করিতে পারিলে তবে আপনার আশা পূর্ণ হইবে।

বৃদ্ধা। বাবা! সবাই আত্ম সমর্পণ কর্ব্বে!

(বিলাসিয়ার মুখে অঞ্চল প্রদান ও হাস্য)

রঙ্গি। আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। আপনার পুত্রবধূ আসিল না, পুত্রের কন্যা আসিল না, পুত্রের পুত্র ত আসিতে চাহিবেই না বুঝিয়াছি! দেবতা! দেবতা! মহাত্মা! মহাত্মা! উঁহুঁ! সবাই বিরূপ! না মা, আমার দ্বারা কিছুই হইবে না। বিছুয়া! ভক্তপ্রবর বিছুয়া! ডেরা ডাণ্ডা উঠাও! আজই এখান হইতে প্রস্থান! এ সংসারের কেহই আমায় চিনিলনা! (উত্থান)

বৃদ্ধা। ওকি করেন বাবা ঠাকুর, ওকি করেন!

(শ্রীরাম স্বামীর প্রবেশ)

শ্রীরাম। কি হয়েছে মা! কি হয়েছে?

বৃদ্ধা। বাবাঠাকুর রাগ করে চলে' যাবেন ব'ল্‌ছেন এ সংসারের কেউ ওঁকে চিন্‌লে না।

শ্রীরাম। সেকি? সেকি! আমি যখন চরণ রেণুর ভিখারি তখন কার সাধ্য ওঁকে পূজা না ক'রে এ বাড়িতে জল গ্রহণ করে?

রঙ্গি। সাধু! সাধু! ভক্তচূড়ামণি তুমি! কিন্তু আমার প্রস্থানই কর্ত্তব্য বুঝিতেছি।

শ্রীরাম। প্রভু! প্রভু! প্রস্থান ক'র্ত্তে হয়, আমার দেহের উপর দিয়া যান। (পদতলে শয়ন)

রঙ্গি। না—তবে যাওয়া হইল না। উঠ—উঠ, উঠিয়া পরিজনগণকে বলিয়া দাও;—আমি সকলের পাপ নাশ করিয়া পুণ্যের পথে লইয়া যাইতে আসিয়াছি! ভগবাে—নরনা—না, সে কথা এখন বলিব না, যেরূপ বুঝিব, সেইরূপ করিব!

বৃদ্ধা। বাবা! নিদয় হবেন না! আমরা অমূল্য রত্ন পেয়েছি, আমাদের যাতে ভাল হয় করুন।

রঙ্গি। ভক্তপ্রবর বিছুয়া! এই ভক্তিমতি মহিলাকে আমার সম্বন্ধে সমস্ত বুঝাইয়া দিও! আমি যে কেবল জীবের মঙ্গলের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ—না না, সে কথা না! উঃ! কি কথায় কি বলিতে যাইতেছিলাম! পূজার কক্ষে! পূজার কক্ষে! সঙ্গীত—সঙ্গীত—সুধালহরী—

প্রস্থানের উদ্‌যোগ।

বিছু। প্রভু গান শুন্‌তে চাচ্ছেন!

বৃদ্ধা। বিলাসি! বুঝতে পাচ্ছিস না। তোরা সব গান্ গাইতে গাইতে বাবাকে ওঁর পূজোর ঘরে নিয়ে যা!

বিলা। তা যাচ্চি। আমি জানি গো জানি, মেয়ে মানুষের

গান না শুন্‌লে আপনার বাবার পূজোও হয়না,খাওয়াও হয়না, শোওয়াও হয় না, ঘুমুনোও—

রঙ্গি। আঃ—ব্যাপকতা—

শ্রীরাম। বিলাসি! চুপ্—আমি যা বল্‌ছি তাই কর্।

[বৃদ্ধা গৃহিণী ও শ্রীরাম স্বামীর প্রস্থান।

রমণীগণের প্রবেশ ও গীত।

গীত।

(আমরা) বুঝি আসল পেয়েছি।
এমন শিষ্ট শান্ত মিষ্ট ভাবী কই কবে কে দেখেছি।
এমন হাসি টুকুত কারো মুখে পাই নাই,
ঠিক্ যেমন টুকু চাই;
আবার হেসে হেসে এমন গায়ে ঘেঁসে চলা, কই কেহত দেখিনি ভাই;—
এ সত্যি আসল, নয়তো নকল, বুঝতে পেরেছি।

(রঙ্গিয়ানন্দের অঙ্গে অঙ্গে ঢলিয়া পতন।)

বিছু। ভাব! ভাব! প্রভুর ভাব হয়েছে!

রমণী। (জনান্তিকে) ও বিলাসি দিদি! কাপড় ছাড়েনা যে।

বিলা। (জনান্তিকে) হাতটায় খিম্‌চে দিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে নে। (রমণীর তথাকরণ)

রঙ্গি। উঃ!

বিছুয়া। প্রভু! উত্থান করুন!

রঙ্গি। (উঠিতে উঠিতে) উঃ—ব্রহ্মালোক! বিষ্ণুলোক! গোলক! গোপী! গোপী!

বিন্দা। ঠাকুর! চক্ষু চেয়ে দেখুন! আমরা আমরা।

রঙ্গি। হাঁ, তাই, তাই। সঙ্গীত! সঙ্গীত! বামাকণ্ঠে মধুর সঙ্গীত।

বিন্দু। গান গাও! গান গাও! বুঝছনা, ঐ-ঐ-ঐ-গান গাও তবে প্রভুর সম্বিত হবে।

(সকলের গান করিতে করিতে রঙ্গিয়ানন্দকে লইয়া প্রস্থান)

(গীত)

(আমরা) বুঝি আসল পেয়েছি।
এমন শিষ্ট শান্ত মিষ্ট ভাবি কই কবে কে দেখেছি॥
কেমন রসিকতাতে রস ঝরে ঝর্ ঝর্,
যেন ন্যাংটা দিগম্বর;—
সদাই ভাবে ভোলা, আর, ঢ'লে ঢ'লে চলা এই সবায় গায়ের পর,—
এ নিত্য নূতন দেখাবে লো ঢং ঠিক্‌টি এঁচেছি॥



প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(শ্রীরামস্বামীর অন্তঃপুরস্থ তড়িতের কক্ষ পথ।)

তড়িতের প্রবেশ।

তড়ি। ছি-ছি—ছি—একি কথা! ঐ সন্ন্যাসীটার হাতে আমায় তুলে দেবেন! তার চেয়ে আমায় গলায় দড়ি দিয়ে মর্ত্তে বল্লেন না কেন? সে যে আমার পক্ষে ভাল ছিল।

(বৃদ্ধা গৃহিণী ও বিলাসিয়ার প্রবেশ।)

বৃদ্ধা। আমি বলছি, তোর বাপ বলছে, আর তুই কথাটা বুঝতে পাচ্ছিস্ না?

তড়ি। তোমার মত বয়স পেলে, তখন হয়ত বুঝতে পার্ব্ব ঠাকুমা! এখন যে ঐ একটা জটাধারী বিকট সন্ন্যাসীর হাতে আমায় সঁপে দেবেন—তা হবেনা।

বৃদ্ধা। (জিভ কাটিয়া) ছিঃ! বলিস্‌নি, বলিস্‌নি, ওকথা বল্‌তে নেই! উনি কি সুধু সন্ন্যাসী। উনি যে দেবতা!

তড়ি। তা দেবতাই হ'ন, আর যা হ'ন,—আমি ওকে কিছুতেই বে কর্ত্তে পার্ব্ব না!

বৃদ্ধা। আ—মর! একি সেই বে! এই সব মন্দিরে সব দেবদাসী থাকে না—তেমনি থাকবি! ওঁর সেবা কর্ব্বি—পাদক জল খাবি আর বর্ত্তে যাবি!

তড়ি। সে এ বয়সে হবেনা ঠাকুমা।

বৃদ্ধা। বিলাসিয়া! তড়িৎকে তুই বোঝাতো মা! তোর কথা শুন্‌লে ঠিক বুঝতে পার্ব্বে।

বিলা। আমি ঠিক বুঝিয়ে দিচ্চি—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন গে।

[বৃদ্ধা গৃহিণীর প্রস্থান।

তড়ি। আমায় কি বোঝাবি পোড়ারমুখি?

বিলা। অমন সুন্দর নাগর, ওকে বে কর্ব্বার কথা বোঝাব

ড়ি। বে কর্ব্বার আগে গলায় দড়ি দেব না।

বিলা। আমরা চ'খে চ'খে রাখ্‌ব—গলায় দড়ি দিতে দেব না।

তড়ি। দ্যাখ্‌ বিলাসিয়া! অমন করে বলিসনি—আমি এখনি কেঁদে ফেল্‌ব!

বিলা। আচ্ছা! না—না—আর বল্‌বনা—কেঁদনা। এখন যাতে বে-টা না হয়—তার কি উপায় কর্ব্বে?

তড়ি। উপায় তোরা কর্‌!

বিলা। আমরা? কে—কে?

তড়ি। কেন? তুই আর ছোটমা, আর—

বিলা। আর সুরমণ! কেমন? এখন ঐ ত ছোটমা আসছেন—প্রথমে ওঁকে ধরে বস! ওঁর দ্বারা না হয়, সুরমণ মশাইকে বল্‌ব, সুভদ্রা হরণ করে নিয়ে যাবে।

(সোহনিয়া শ্রীর প্রবেশ।)

তড়ি। ছোটমা গো! তোমার পায়ে পড়ি! আমায় এ বিপদ থেকে রক্ষা কর!

সোহ। পায়ে পড়্তে হবেনা মা! তোমাকে আমরা রক্ষা কর্ব্বই কর্ব্ব! তুমি যাও—ঘরে যাও।

[তড়িতের প্রস্থান।

বিলা। কি করে রক্ষা কর্ব্বে মা?

সোহ। আমি যা মৎলব করিছি শোন্। যদি ঠিক লাগে—তা হলে স্বধু তড়িৎকে রক্ষা কেন, আমরা সবাই রক্ষা পাব।

বিলা। কি মৎলবটা? বলুন না, শুনি।

সোহ। বেটা কদিন ধরে আমার দিকে যে রকম করে চাচ্চে, তাতে আমি ঠিক বুঝেছি—বেটা মরেছে! এখন কোন গতিকে ওকে যদি আমার ঘরে একবার আন্তে পারিস্—তা হলে কৌশলে মেয়েটার বে-ত স্থগিত রাখ্বই—তারপর সব প্রকাশ করে ওর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বাড়ির বার করে দেওয়াব।

বিলা। কথাটা ঠিক্ বটে, কিন্তু বুড়ো গিন্নি আর কর্ত্তা মশাই যদি উল্টো বোঝেন?

সোহ। উল্টোই যদি বুঝতে দেব, তা হলে কৌশলটা আর কি হ'ল? এখন কথা হচ্ছে, আন্তে পারা চাই!

বিলা। তা ঠিক্ পার্ব্ব?

সোহ। তাই দেখ্? আজই হলে ভাল হয়। কিন্তু খুব সাবধান! বেটা যেন কিছু বুঝতে না পারে?

বিলা। তা বুঝ্বেনা; আগে ওর শিষ্য, বেটাকে হাত করি।

সোহ। দেখিস্, সেটাও ভারি চালাক।

বিলা। হক্‌না চালাক মা! এমন চোকা চোকা বান মার্ব্ব, যে বেটার মাথা ঘুরে যাবে না।

গোহ। তবে তাই কর্? (প্রস্থান)

বিলা। (স্বগত) ওবেটা ও যা, এ বেটাও তা। মেয়ে মানষের নামে ওবেটাও যেমন নাচে, এবেটাও নিশ্চয় তেম্‌নি নাচ্‌বে; একবার দেখিইনা নাচিয়ে? ওইযে ছোঁড়া এই দিকেই আস্‌ছে। বিছুয়া। ও বিছুয়া! শুন্‌ছ!

(বিছুয়ার প্রবেশ)

বিছুয়া। খুব শুন্‌ছি! অমন মিষ্টি মুখের মিষ্টি কথা শুন্‌বনা ত কান কিসের জন্য!

বিলা। বাঃ বাঃ দিব্যি ত! আমি ভেবেছিলুম মেয়ে মানুষ বলে হয় ত আমার কথায় অপছেদ্ধা কর্‌বে!

বিছু। এমন ও কথা! মেয়ে মানুষের কথায় অপশ্রদ্ধা? বিশেষ তোমার মত মেয়ে মানুষের!

বিলা। কেন? আমি কি?

বিছু। তুমি কি, তা ত আরসি ধরে রোজই দেখ!

বিলা। আমি জানি আমি কুচ্ছিৎ?

বিছু। ও কথা অপরকে ব'ল! অমন ধপ্‌ধোপে রূপ, ঢল্‌ঢলে বয়েস, টল্‌টলে চেহারা, আর মেরেফেলা গোছের চাউনিকে কুচ্ছিৎ বলা আর আমায় ঠাট্টা করা সমান।

বিলা। বেশ্ বলা হয়েছে। এখন কথাটা শুন্‌বে কি?

বিছু। সুধু শুন্‌ব? হাঁ করে গিল্‌ব।

বলা। বল্‌ছিলুম কি; তোমার গুরুদেবের ত বিবাহ হবে, তুমি কি একলা থাক্‌বে?

বিছু। একলা না থেকে ক'র্ব্ব কি? দোকল্লা কোথা পাব বল?

বিলা। যদি পাও ?

বিছু। আরে ভাই সে কপাল আমার নয় !

বিলা। কপাল নয় বল না, একলা থাক্‌তে ভালবাস, তাই বল।

বিছু। কথাটা বল্‌লে যদি ত বলি। চেষ্টার কসুর করিনি, সব জায়গায়ই মুখতাড়া খেয়েছি।

বিলা। সব অজায়গায় গেছ্‌লে বোধ হয় ; নইলে সত্যি বল্‌ছি, মুখতাড়া খাবার মতন ত তুমি নও।

বিছু। দয়া করে কথাটা যে বল্লে, সেই ভাল।

বিলা। না না, স্বধু কথা নয়! সত্যি বল্‌ছি, তোমায় যদি কেউ চায়, তা হলে তুমি চাও কি ?

বিছুয়া। খুব চাই।

বিলা। তবে এগোও।

বিছু। কোথায় ?

বিলা। ছিঃ। এতেও বুঝ ছনা ?

বিছু। বল্‌তে সাহস হচ্চে না ; তাই কি ?

বিলা। নইলে এত মাথা ঘামোবার দায় !

বিছু। ওহ! বিধাতা এমন সুখি কি আমায় কর্ব্বেন !

বিলা। না কল্লে, তাঁর বিধি ব্যবস্থা জলে ভাসিয়ে দেব। এখন আর একটা কথা, আজ বৈকালে তোমার গুরু-দেবকে নিয়ে আমাদের ছোট মাঠাকুরুণের দরজায় আসতে পার্ব্বে কি।

বিছু। কেন ?

বিলা। বিশেষ কিছু দরকার আছে।

বিছু। নিশ্চয় পার্ব্ব।

বিলা। তবে চল-তাঁকে বলে আমায় খপরটা দেবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

তড়িতের কক্ষ।

(সুরমণের প্রবেশ।)

সুর। (স্বগতঃ) কথাটা যখন রটেছে, তখন বোধ হয় ঠিক; নইলে রট্‌বে কেন? গুজব সময়ে সময়ে সত্য ও ত হয়! হাঁ সত্য হয় বইকি? যদি সত্য হয়, তবেইত? তবেইত—উঃ কি হবে! কি ক'র্ব্ব? রেগে দুকথা কইব! কাকে কইব? যাকে পাবার জন্য প্রাণপাত কচ্ছি তাকে কইব? অভিমানের কান্না কাঁদব—না যা মনে আসে তাই বল্‌ব? বল্‌ব খুব কড়া না মিটে কড়া? আঃ কি ক'র্ব্ব, কিছুই যে বুঝতে পাচ্ছিনা দেড়ঘণ্টা এসে দাঁড়িয়ে আছি, বারই হয় না—বারই হয় না! অবশ্য কিছু হয়েছে।

(তড়িৎ কুমারী ও বলাসিয়ার প্রবেশ)

বিলা। এঁকে এত জোর তলব কেন?

সুর। থাম—থাম (তড়িতের প্রতি) একটা কথা শুন্‌লেম, কথাটা বেশ।

তড়ি। কথাটা কি?

সুর। রঙ্গিয়ানন্দের সঙ্গে তোমার নাকি বিবাহ হচ্ছে?

তড়ি। হাঁ, বাবার ইচ্ছা তাই।

সুর। তোমার বাবার?

তড়ি। হাঁ। তোমার হাতে না দিয়ে, সেই সাধুর হাতে আমায় দিতে চান্, তাই বলেছেন।

সুর। সত্য নাকি ?

তড়ি। খুব সত্য ; পরিষ্কার ভাবে আমায় বলেছেন।

সুর। বেশ এখন তোমার মতলব কি ?

তড়ি। তা জানিনা।

সুর। তাইত, ঝাঁ করে বলে ফেল্লে জানিনা!

তড়ি। হাঁ জানিনা।

সুর। জাননা ?

তড়ি। না, তুমি আমায় কি পরামর্শ দাও ?

সুর। আমি ? আমি বলি তারই সঙ্গে বিবাহ হ'ক্।

তড়ি। তাকেই পতিত্বে বরণ কর্ত্তে তুমি পরামর্শ দিচ্ছ ?

সুর। হাঁ।

তড়ি। প্রাণখুলে বল্‌ছ ?

সুর। কাজেই। পাত্রটি সুপাত্র, পছন্দও উৎকৃষ্ট!

তড়ি। বেশ মশাই! আপনার পরামর্শ মতই কার্য্য কর্ব্ব।

সুর। আমার পরামর্শ মত কার্য্য কর্ত্তে অবশ্য কোন কষ্ট হবেনা।

তড়ি। পরামর্শ দিতে যদি কোন কষ্ট না হয়ে থাকে, তা হলে বুঝে নিন্।

সুর। আপনাকে সন্তুষ্ট কর্ব্বার জন্যই এ পরামর্শ দিয়েছি।

তড়ি। আমিও আপনাকে সন্তুষ্ট কর্ব্বার জন্য, আপনার পরামর্শ মত কার্য্য কর্ব্ব মহাশয়।

বিলা। (স্বগতঃ) ব্যাপারটা ক্রমে কি রকম দাঁড়ায় তা দেখ্‌তে হচ্ছে!

সুর। ছি ছি! এই তোমার ভালবাসা তড়িৎ? এতদিন কেবল চাতুরি।

তড়ি। এ আবার কি কথা? বাবা যে পাত্র স্থির করেছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে তাকে বিবাহ কর্ত্তে পরামর্শ দিলে; আমিও সুতরাং স্বচ্ছন্দে সরলভাবে তোমায় বল্লুম, তাকে বিবাহ কর্ব্ব।

সুর। ও বাজে কথা কয়ে, আপন দোষ ঢেকনা। মতলব পাকা করে, কেবল আমার সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেবার জন্য ওই এক ছলা!

তড়ি। তাইত তাই!

সুর। নিঃসন্দেহ তাই! তুমি কখনও আমায় ভালবাসতে না।

তড়ি। হবে।

সুর। হবে কেন? তাই ঠিক্! কিন্তু একটা কথা তোমায় বলি; তোমার জন্য আমি আর হাহা না করে, এখনই আজি হয়ত অন্যকে নিজের হৃদয় দেব, দিয়ে তার হৃদয় নেব! তুমি আর একজনের হবে, আর আমি যে হাঁ করে চেয়ে থাক্‌ব তা মনে করনা।

তড়ি। তা নিশ্চয়ই কর্ব্বনা। বরঞ্চ যা বল্লে, তা যাতে শিগ্‌গির হয়, তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্ব্ব।

সুর। তবে তুমি তা দেখ্‌তে চাও?

তড়ি। খুব চাই।

সুর। বটে? অপমানের চূড়ান্ত হ'ল! আমি এখনি চল্লেম।

(প্রস্থানোদ্যত)

তড়ি। যাও!

সুর। (ফিরিয়া আসিয়া) তা যাচ্ছি; কিন্তু এটা অন্ততঃ স্মরণ রেখ যে, তুমিই আমাকে এই কার্য্য করা'লে।

(গমণ)

তড়ি। বেশ্।

সুর। (ফিরিয়া আসিয়া) আর তোমার দৃষ্টান্তেই আমি এ কার্য্য কর্ত্তে যাচ্ছি।

তড়ি। আমার দৃষ্টান্তে? ভাল, তাই করগে যাও।

সুর। (যাইতে যাইতে) আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে; আমি এই এখনই চল্লুম।

তড়ি। হ্যাঁ যাও—যাওয়াই উচিত।

সুর। (ফিরিয়া আসিয়া) তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা।

(গমন)

তড়ি। তাই হ'ক্!

সুর। (ফিরিয়া আসিয়া) কি বল্লে?

তড়ি। কই কি?

সুর। আমায় ডাক্‌লে না?

তড়ি। না—স্বপন দেখ্‌লে নাকি?

সুর। আচ্ছা তবে আমি যাই! তড়িৎ কুমারি! আসি, তবে বিদায় দাও।

(মন্দপদে গমন)

বিলা। (অন্তরাল হইতে আসিয়া তাড়িতের প্রতি) ছিঃ ছিঃ—

কি পাগ্‌লামো হচ্ছে? সুরমন মশাই! ছিঃ ছিঃ—একি? (হস্তধারণ)

সুর। (হস্ত ছাড়াইবার ভান করিতে২) আহা বিলাসিয়া কি কর? কি চাও তাই বলনা।

বিলা। এই দিকে এস। (সুরমনের হস্ত ধারণ)

সুর। না যাবনা, আমার বড় অভিমান হয়েছে। তড়িতের ইচ্ছা নয় আমি এখানে থাকি।

বিলা। আঃ—কি বলেন?

তড়ি। (স্বগতঃ) আমি এখানে আছি বলে, তাই থাক্‌তে চাচ্ছে না, আমার সরে যাওয়াই ভাল। (গমন)

বিলা। (সুরমনকে ছাড়িয়া তড়িতের দিকে যাইতে২) আবার ওটাও যায়! কোথায় যাচ্ছ? (হস্তধারণ)

তড়ি। আমায় ছেড়ে দাও বিলাসিয়া!

বিলা। তা হচ্ছেনা, এদিকে এস!

তড়ি। না না বিলাসিয়া! আমি এখানে এক মুহূর্ত্তও থাক্‌ব না।

সুর। (স্বগতঃ) আমারই জন্য থাকতে চাইছেনা, আমারি চলে যাওয়াই ভাল। (গমন)

বিলা। আঃ কি জ্বালা হল গা! এটাকে ধর্‌ত্তে ওটা পালায়, ওটাকে ধর্‌ত্তে এটা পালায়! দুটোকে একসঙ্গে না ধল্লে আর চল্‌ছেনা।

(উভয় হস্তে উভয়ের হস্তধারণ ও গীত।)

গীত।

বিলা। আহাহা ঠুন্‌কো কাঁচের বাসুনটাকি

ছি ছি ছি ভালবাসাটা তোমাদের ?
ভেঙ্গে ভেঙ্গে চুর হয়ে যায়—
এম্নি, পল্কা রকমের ॥

তড়ি। কাঁচ না হয়ে পাথরই যদি হয়,
আছড়ালে তায় কতক্ষণ সে সয় ;
না ভেঙ্গে আর কতক্ষণ সে রয়,

সুর। কে আছ্ড়ালে আমি ?

তড়ি। আমি ?

সুর। আমিত নয়—

তড়ি। আমিও নয়—

বিলা। তবে বুঝি এ নষ্টামি সেই মদন ঠাকুরের—
বাণ মেরে ফের্ দেখ্ছে ফিরে মিট্ল কিনা জের।
মারের্ মিট্ল কিনা জের ॥

সুর। (বিলাসিয়ার প্রতি) এখন আমায় নিয়ে কি কর্ত্তে চাও ?

তড়ি। (বিলাসিয়ার প্রতি) তোমার মতলবটা কি ?

বিলা। যেমনটী ছিল, ঠিক তেম্নিটী কর্ত্তে চাই। (সুরমনের প্রতি) তুমি কি পাগল, যে সামান্য কথা নিয়ে ঝগড়া কচ্ছ ?

সুর। আমায় কি রকম কথা বল্লে, তা শুনলে নাকি ?

বিলা। (তড়িতের প্রতি) ছিঃ ছিঃ ছিঃ। অত রাগ কি মেয়ে মানুষের সাজে ?

তড়ি। কেমন কথে কি হল—ওঁর আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার কল্লে তাকি দেখ্লে না ?

বিলা। আহা! মাণিক জোড় আরকি! দেখ সুরমন মশাই! এটা ঠিক্ জে'ন, আমার সখি কখনও তোমার অবিশ্বাসিনী হবে না। আর তোমায়ও বলি সই, ওঁর ভালবাসার পাত্রী এ জগতে কেবল একমাত্র তুমিই ; তোমায় পেলে উনি স্বর্গ হাতে পাবেন।

তড়ি। (সুরমনের প্রতি) তবে তুমি আমায় অমন ছাই পরামর্শ দিচ্ছিলে কেন?

সুর। (তড়িতের প্রতি) তুমি অমন ছাই পরামর্শ চাচ্ছিলে কেন?

বিলা। দুই সমান রে দুই সমান! দাও দুজনের হাত দাও

তড়ি। (হাত দিয়া) হাত কেন?

সুর। (হাত দিয়া) এ আবার কি?

বিলা। এ এই।

উভয়কে উভয়ের হস্ত ধরাইয়া দেওন, উভয়ের অন্যদিকে নিরিক্ষণ।

সুর। (তড়িতের পানে চাহিয়া) ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা ভাল নয়। মানুষের মুখের পানে চাইতে হয়।

তড়ি। (সুরমনের পানে চাহিয়া) তোমার কথায় হো হো শব্দে হাস্‌ব না মুচ্‌কে সেরে দেব, তাই ভাবছি।

বিলা। দেখ্‌ছি প্রণয়ী মাত্রেই পাগল।

সুর। আচ্ছা, তুমি আমায় যে রকম নিষ্ঠুরের মত কথা বল্‌ছ তাতে তোমায় দোষ দিতে পারিনা?

তড়ি। আর তুমি যে আর একজনকে প্রাণ দিতে দৌড়চ্ছিলে!

বিলা। ওসব বাজে ঝগড়া এখন ধামা চাপাদে রেখে দিয়ে,

কিসে এই ছাই বিবাহের দায় থেকে উদ্ধার হবে, তার উপায় দেখ।

তড়িত। কি উপায় বল।

বিলা। যে উপায় হক্, একাজ করাই চাই, এখন চল, পরামর্শ করিগে। (সকলের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শোহানিয়াশ্রীর কক্ষ।

(রঙ্গিয়ানন্দ ও সোহানিয়াশ্রী আসীন।)

রঙ্গি। ভগবান রামচন্দ্র দেব আপনার মনের মোহনীয় ভাব ও দেহের কমনীয় সৌন্দর্য্য শত গুণে বৃদ্ধি করুন, এই ক্ষুদ্র সেবকের একমাত্র প্রার্থনা।

শোহা। আপনার সদিচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! আপনি বসুন। আপনার সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে। এ নির্জ্জন কক্ষে নিশ্চিন্ত ভাবে কথা কই আসুন।

রঙ্গি। আমিও এইরূপ নির্জ্জনে আপনার সহিত গোপনীয় কথপোকথনের সুযোগ পাইবার প্রত্যাশায়, ভগবান রামচন্দ্র দেবকে অনবরত প্রার্থনা করিয়া থাকি।

শোহা। বেশ করেন। এখন কথা হচ্ছে এই, আমি যা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব, তার স্পষ্ট উত্তর দেবেন, কিছু গোপন কর্ব্বেন না।

(পার্শ্ব কক্ষ হইতে ঘুঘুয়ারামজীর দ্বার ঈষৎ খুলিয়া কথপোকথন শ্রবণ।)

রঙ্গি। উত্তম কথা! আপনার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিবই। আমার ও প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর আপনি দিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। বুঝিলেন কি? (হস্তধারন)

শোহ। ওকি, হাত ধরেন কেন?

রঙ্গি। নির্জ্জনে গোপনীয় কথোপকথন কালীন ইহাতে বিশেষ কোন আশঙ্কা বা লজ্জার কারণ ত দেখা যায় না। বুঝ্‌লেন কি? (জানুস্পর্শ করণ)

শোহ। একি! হাঁটুতে হাত দিচ্ছেন কেন?

রঙ্গি। হস্ত প্রদান করি নাই! পরিচ্ছদ স্পর্শ করিয়া দেখিতেছি, কি প্রকার বস্ত্রে নির্ম্মিত!

শোহ। থাক্! এটা এখন ভাল দেখাচ্ছে না।

(শোহানিয়ার আসন্ যতই পশ্চাতে সরাইয়া লওন, রঙ্গিয়ানন্দের ততই আসন লইয়া অগ্রসর হওন।)

রঙ্গি। আপনার গলদেশ হইতে বক্ষোপরি যে মুক্তা মাল্য লম্বিত রহিয়াছে—আহা— (স্পর্শনের চেষ্টা)

শোহ। এসব্ এখন থাক্! যে কথা বল্‌তে আপনাকে ডাকিয়াছি, তা শুনুন্।

রঙ্গি। আহা! যুগল কর্ণে দোদুল্যমান ওই যে— (কপাল স্পর্শনের চেষ্টা)

শোহ। কি করেন, শুনুন না!—আমার স্বামি যে, কন্যাকে আপনার হস্তে প্রদান কর্ত্তে মনস্থ করেছেন, তাকি সত্য।

রঙ্গিয়া। আহা! সেই কথা! সেই অভাবনীয় কথা! হাঁ মহাশয়া, সেই কথা তিনি বলিতেছিলেন মাত্র! কিন্তু হে ত্রিলোকললামভূতা, সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবি! সে ইচ্ছা আমার-নাহি-নাহি-নাহি; আমার লক্ষ্য অন্যপ্রতি, অন্যত্র।

শোহ। অবশ্য! তাইত সম্ভব! পার্থিব সুখ চেষ্টা ত আপনার নাই!

রঙ্গি। তাহা নহে, তাহা নহে। হে রমণীকুল গরিমা! আমার হৃদয় পাষাণে গঠিত নহে। স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের ভিখারি বলিয়া মর্ত্তভূমে সেইরূপ সৌন্দর্য্য যে আমরা উপভোগ করিতে চাহিনা, এমন কথা হইতে পারে না। সেই সৌন্দর্য্যের আধারভূতা আপনি। যে দিন দেখিয়াছি, সেই দিন মজিয়াছি। আপনার ওই জলন্ত রূপ রাশিতে যে আমার ইষ্ট নিষ্ঠা সাধনা ধ্যান 'ধারণা প্রভৃতি সমস্ত ভস্মিভূত হইয়া গিয়াছে,তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আমি সকল ভুলিয়াছি; আছে কেবল আপনার প্রেমলালসা। দীর্ঘশ্বাসে সতৃষ্ণ দৃষ্টি পাতে কতদিন আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, পারি নাই; আজ কথায় বলিলাম, দরিদ্র ভিখারিকে ভিক্ষা দিন।

শোহ। বেশ্। বেশ্ কথা বলা হয়েছে! কিন্তু ঠাকুর! এইসব কথা আমি যদি আমার স্বামির কাছে প্রকাশ করি, তা হলে কি হতে পারে, তা ত বুঝ্ছেন!

রঙ্গি। তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু প্রাণের আবেগে

যখন বলিয়া ফেলিয়াছি, তখন যে দিকেই হউক, এক-মাত্র আপনার দয়ার উপর আমার নির্ভর! অধিক আর কি বলিব।

শোহ। অন্য কেউ হলে স্বামিকে বল্‌বার ব্যবস্থাই কর্ত্তো! কিন্তু আমি ততটা বিপদে আপনাকে ফেল্‌তে চাইনা। স্বামিকে একথার বিন্দু বিসর্গ ও বল্‌বনা, কিন্তু আপনি স্বীকার করুণ যে, সুরমনের সঙ্গে যাতে তড়িতের শীঘ্র বিবাহ হয়, তার বিধিমত চেষ্টা কর্ব্বেন।

(কক্ষ মধ্য হইতে রঘুয়ারামজীর আগমন)।

রঘু। দেখুন একথা প্রকাশ কর্ত্তেই হবে। আমি এই পাশের ঘর থেকে নিলর্জ্জটার সমস্ত কথা শুনেছি। এতদিন পরে যে ওর নিজমূর্ত্তি বেরিয়ে পড়েছে, সেটা ঠাকুমাকে আর বাবাকে বিশেষ করে বুঝিযে দিতে হবে।

শোহ। না বাবা! সেটা করে কাজ নাই। এই থেকে ও যদি শুধ্‌রে যায় যাক্; বিশেষ যখন কথা দিয়েছি, তখন তার অন্যথা করা ভাল দেখায় না।

রঘু। আপনি যা ভাল বোঝেন করুন, আমি যা বুঝেছি তা কর্ব্বই কর্ব্ব। ওর জাল জুচ্চুরি আর নষ্টামি বদমাইসি না প্রকাশ করে দিলে—ও যেমন আমার বাবাকে মজাতে বসেছিল, তেমনি যে অপরকে মজাবেনা, তার ঠিক কি ?

শোহা। ছিঃ রঘুয়ারাম! আমার কথাটা রাখ্‌বে না ?

রঘু। আজ্ঞে না।

[বেগে প্রস্থান।

শাহা। ও রঘুয়ারাম! ও রঘুয়ারাম! শোন—শোন—

[পশ্চাতে বেগে প্রস্থান।

রঙ্গি। (স্বগত) তাইত! মৎলব বাজী কি? তা যদি হয় তা হলে এখন উপায়? ছোঁড়াকে ঠকিয়ে, বুড়িকে ভুলিয়ে আসলকে ঠিক রাখবার উপায় ত না কল্লে হবেনা! আর সে উপায় এখনি কত্তে হবে! এখনি এই দণ্ডে। মাথা! মাথা! খেলতো একবার দেখি! এমন খেলা খেল—যাতে পাকা সত্যি, ফাঁকা মিথ্যে হয়ে দাড়ায়।

[প্রস্থান।

(বিলাসিয়া ও তড়িতের প্রবেশ)

বিলা। বড় সুখবর দিদিমণি!

তড়ি। কি বিলাসী? কি?

বিলা। আর কি, সাধুর সাধুগিরি বেরিয়ে পড়েছে।

তড়ি। কি রকম?

বিলা। রকম সেই! যা বলছিলুম।

তড়ি। বটে! তা কেউ দেখেছে?

বিলা। ছোট মা ত আছেনই; তা ছাড়া দাদা বাবু পাশের ঘর থেকে বেটার সমস্ত ভণ্ডামী দেখেছেন।

তড়ি। তা হলে বুঝিবা ভগবান এ যাত্রা রক্ষা করবেন!

(গান করিতে করিতে রমণীগণের প্রবেশ ও তড়িৎকে লইয়া প্রস্থান।)

গীত।

চল চল সই, চল চল চল পালাই দেশ ছেড়ে।
হেথা আসল বলে নকল বেচে; যত ভণ্ড ভেড়ের ভেড়ে।
চল পালাই দেশ ছেড়ে।

যে শাস্ত্রে নারী কি মরে শীষ দি'ত রাজি,
ছি ছি একি কার সাজি ;—
এসব বাইরে দেবতা, ভিতরে দানব, রয়েছে দেশ বেড়ে,
চল পালাই দেশ ছেড়ে ॥

প্রথম অঙ্ক।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুরস্থ অঙ্গন।)

(রঙ্গিয়ানন্দের ধরাসনে শয়ন ও রোদন)

(শ্রীরামস্বামী ও রঘুয়ারামজীর প্রবেশ)

শ্রীরাম। আমি সব শুনিছি—সব শুনিছি। আমার কাছে দাগাবাজী চল্‌বেনা! সরে দাঁড়া—আমার দেবতার পায়ে ধরে মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

রঘু। আপনি কি বল্‌ছেন? বেটা কি ভয়ানক কাজ করেছে. তা ছোট মা'র মুখে শুনুন না!

শ্রীরাম। ও সব মাকে চিনি! সরে যা! ঠাকুর! ঠাকুর! আমার এই মাথায় চরণ স্থাপন করুন।

রঙ্গি। (করজোড়ে) না ভ্রাতঃ না! আমি পাপী, মহাপাপী! জীবনে বহুপাপ করিয়াছি, তজ্জন্যই হয়ত ভগবান রামচন্দ্রদেব এই দারুণ হৃদয়-দগ্ধকারী যন্ত্রণানলে নিক্ষেপ করিলেন। হে ভ্রাতঃ! পবিত্রচেতা তুমি! ভক্ত চূড়ামনী তুমি! আমার স্কন্ধে যে ব্যক্তি যতই দোষ ভার চাপাইয়া দিউক না কেন—তোমার সম্মুখে

কিছুতেই তাহা অস্বীকার করিব না। দোষ ভার বহন করিয়া তোমা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইতে বিন্দু মাত্রও দুঃখ প্রকাশ করিব না।'

শ্রীরাম। (পুত্রের প্রতি) হ্যাঁরে দুর্ব্বৃত্ত। এমন পুণ্যাত্মার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ কর্ত্তে তোর সাহস হ'ল ?

রঘু। একি! এই নরাধমটার নরম কথায়—

শ্রীরাম। চুপ্ কর পাজী।

রঙ্গি। আহা ভ্রাতঃ! ঐ যুবক পুত্র যাহা বলিতেছে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেই যদি উহার তৃপ্তি হয়—তাহা হইলে তাহাই করুন না কেন! অপর সাধারণে সাধু বলে বলুক—উহার নিকট না হয় ঘৃণ্যই হইয়া রহিলাম। বৎস! যত কিছু কঠিন কঠোর দুর্ব্বাক্য তোমাতে আছে, সমস্ত ব্যবহার করহ; আমি মস্তক পাতিয়া লইব ও অম্লানবদনে সহ্য করিতে থাকিব।

শ্রীরাম। হারে ক্রূর খল! এ দৃশ্যে যে পাষাণ বিগলিত হয়!

রঘু। এঃ—একেবারে আপনার হিতাহিত জ্ঞান, আত্ম সম্ভ্রম বোধ—

শ্রীরাম। চুপ কর পাজী! আর একটা মাত্র কথা কইলে তোর হাড় পাঁজর চূর্ণ করে ফেল্‌ব!

রঙ্গি। আহাহা ভ্রাতঃ! রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া আত্ম মর্য্যাদা হারাইওনা। আমি এই নত জানু হইয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমার জন্য এই যুবকের একটীমাত্র কেশও স্পর্শ করিবেন না!

(নতজানু হইয়া উপবেশন, শ্রীরাম স্বামীর ও তথাকরণ ও উভয়ের আলিঙ্গন)

শ্রীরাম। দেখ্‌রে পাজী দেখ্‌; কি উদারতা দেখ্‌।

রঘু। ভ্রম—ভ্রম—

শ্রীরাম। চুপ্‌কর্! তোদের মৎলব আমি বেশ্‌ বুঝেছি! কোন গতিকে এঁকে সরিয়ে দেওয়াই বাড়ীসুদ্ধু সকলের ইচ্ছা! সেই ইচ্ছা যাতে না পূর্ণ হয়, আমি এখনি তার উপায় কচ্চি। আজই তড়িতের সঙ্গে এঁর বিবাহ দিয়ে তোদের সব মৎলব উড়িয়ে দেব।

রঘু। কি? তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিবেন?

শ্রীরাম। হাঁ দেব। আমি বাড়ীর কর্ত্তা, আমার ইচ্ছাই প্রবল! এখনও তোকে বল্‌ছি, এখনি এঁর পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা কর্।

রঘু। এই লম্পটের পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা—

শ্রীরাম। কি! আবার দুর্ব্বাক্য। কে আছিস্‌রে, একগাছি লাঠি আমায় দেত—(রঙ্গিয়ানন্দের প্রতি) আপনি বাধা দিবেন্ না! (রঘুয়ার প্রতি) এখনি এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা, আর কখনও ঢুকিস্‌নি।

রঘু। তা যাচ্ছি, কিন্তু—

শ্রীরাম। শিগ্‌গির যা, এখনি এই দণ্ডে, তোকে আজথেকে আমি ত্যজ্যপুত্র কল্লেম।

(রঘুয়ার প্রস্থান)

শ্রীরাম। দেবতার প্রতি এইরূপ ব্যবহার!

রঙ্গি। ভগবান্! ওই যুবককে যেরূপ মার্জ্জনা করিলাম, এই দাসানুদাসকেও আপনি সেইরূপ মার্জ্জনা করুন। (শ্রীরামের প্রতি) হে প্রিয় ভ্রাতঃ! তোমার সম্মুখে

আমার চরিত্র কলুষিত ভাবে চিত্র করায় আমি যে কি মর্ম্মন্তুদ্ যাতনা উপভোগ করিতেছি, তাহা—

শ্রীরাম। হারে পাষণ্ড পুত্র! বড় দুঃখ রইল যে, তোর মস্তক চূর্ণ কর্ত্তে পাল্লেম না! হে নারায়ণ, শান্ত হন্, আর রোদন কর্ব্বেন না!

রঙ্গি। না ভ্রাতঃ না, আর নহে। এই শোকের ব্যাপারের উপর যবনিকা নিক্ষিপ্ত হক্। আমার জন্য এ সংসারে নানাপ্রকার গোলযোগের উৎপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে হে প্রিয় ভ্রাতঃ! এ বাটী পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে সম্পূর্ণ সঙ্গত হইতেছে।

শ্রীরাম। কেন? কেন নারায়ণজী, একথা কেন?

রঙ্গি। এ সংসারের সকলেই আমায় ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে, এবং আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, আমার সদভিসন্ধি সম্বন্ধে আপনাকেও সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিতে পারে।

শ্রীরাম। কার সাধ্য। আপনি দেখ্‌ছেন্ ত আমি তাদের কথা গ্রাহ্যও করি না।

রঙ্গি। তাহারা আক্রমনে ক্ষান্ত হইবে না। হে ভ্রাতঃ! অদ্য তুমি যাহা অবিশ্বাস করিতেছ, কল্য হয়ত তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসিবে।

শ্রীরাম। কখন নয়, নারায়ণ কখন নয়।

রঙ্গি। আহা ভ্রাতঃ! তাহাদিগের আক্রমণের কারণ ঘুচিয়া যাউক।

শ্রীরাম। তা কিছুতেই হবে না। গেলে আত্মহত্যা কর্ব্ব?

রঙ্গি। আহাহা! ও কথা বলিতে নাই ভ্রাতঃ! যাহা হউক, তুমি যেরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছ, তাহাতে আমাকে থাকিতেই হইল দেখিতেছি। কিন্তু আমায় যাইতে দিলেই ভাল হইত।

শ্রীরাম। না, তা হবেনা নারায়ণ!

রঙ্গি। ভাল, তবে তাহাই হউক। কিন্তুভবিষ্যতে যাহাতে আমি নিজের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া থাকিতে পারি, তাহাই করিব ; কোন ক্রমে তোমার স্ত্রীর সান্নিধ্যে যাইতে চাহিবনা—

শ্রীরাম। তা হবেনা নারায়ণ! তার সঙ্গে সদা সর্ব্বদা দেখা কর্ত্তে হবে, কথা কইতে হবে। আজ হতে তুমি আমার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হলে। দানপত্র সূত্রে আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার হবে। আর আজই তোমাকে আমার কন্যা দান করে নিশ্চিন্ত হব।

রঙ্গি। ভগবানের যদৃচ্ছা।

শ্রীরাম। এখনি চল নারায়ণ! দান পত্র লেখা শেষ করিগে! বেটারা হিংসেয় ফেটে মরুগ্।

(উভয়ের প্রস্থান)

(বিলাসিয়া ও বিছুয়ার প্রবেশ)

বিছু। বিলাসিয়া? মুখখানা অমন করে আছ কেন ভাই!

বিলা। কেমন করে?

বিছু। এই তোলো হাঁড়ির মত করে?

বিলা। কেন থাক্‌বনা? আমার সখ্!

বিছু। তুমি সখ্ কচ্ছ, আর আমি যে মারা যাচ্ছি।

বিলা। তুমি নিজের দোষে মর্ব্বে, তা আমার কি ?

বিছু। কি দোষ ?

বিলা। কেন ? কাল তোমায় জিজ্ঞেস্ কল্লুম, তোমার গুরু কি দরের লোক। তুমি দুটো বাজে কথা বলে আমায় বুঝিয়ে দিলে ; কিন্তু বুঝলেনা তুমি ও যেমন বোঝালে, আমিও তেমনি বুঝলেম।

বিছু। কই, বাজে কথা ত বলিনি! তুমি বল্লে কি দরের, আমি বল্লুম খুব খারাপ!

বিলা। আরে মর! খারাপ ও বটেই, কিন্তু কেন খারাপ, কি রকম খারাপ, তাত বল্লেনা।

বিছু। তা আর কি বল্‌ব! ওযে সর্ব্বরকমেই খারাপ।

বিলা। সেই সর্ব্ব রকমটা কি তাই খুলে বলনা ? হয় তাই বল—আর নইলে আমায় মিছে ত্যক্ত করনা ; তোমায় আমায় মিল হবেনা।

বিছু। ও কথাটি বলনা, আমি এবার বড় আশা করেছি। আমি সব খুলে বল্‌ছি।

বিলা। বেশ। আমায় চাও ত ওর আগাগোড়া সমস্ত চরিত্রের কথা বল।

বিছু। কি আর বল্‌ব! ও বেটা না পারে এমন কাজ দুনিয়ায় নাই। ওদের একটা মস্ত দল আছে, সব বেটার ওই বেশ—ওই বেশে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়ায়। অথচ সব বেটা নেশা-খোর, সবারই এক একটি সেবাদাসী আছে ; ওদের

ব্যবসা মেকি টাকা তৈরি করে চালানো, জাল জুচ্চুরি করা, খুন করা, ডাকাতি করা রাঁড়ী বালতি আর নির্ব্বোধ লোককে ঠকিয়ে তাদের সর্ব্বস্ব নিজেদের করে নেওয়া। আসল কথা টাকা, আর সেই টাকার জোরে মদ মাংস মেয়েমানুষ নিয়ে মজা করা, এই হল ওদের ব্যবসা—বুঝলে ?

বিলা। তাইত ? তবেত বেটারা ভয়ানক লোক !

বিছু। কেমন ভয়ানক ! বাঘ ভালুকের চেয়েও বেশী ! বেটাদের না আছে মায়া—না আছে মমতা ! এই আমায় দিয়েই দেখনা—আমি এতদিনের চাকর, তোমায় বলিনি—সুন্দরী দেখে আমার স্ত্রীটিকে হাতিয়ে নিয়েছিল।

বিলা। বটে ! আচ্ছা এইবার হাতিয়ে নেওয়াচ্ছি ! তুমি যদি ঠিক আমার কথা শুনে চল। না,—সে কথা এখন থাক !

বিছু। আহাহা—থাক্‌বে কেন ? বলনা—বলনা—আমি ঠিক তোমার কথা শুনে চল্লে, কি কর্ব্বে বলনা ?

বিলা। কি আর বল্‌ব ? ওকে এমন জব্দ করে দেব, যে মাথা না তুল্‌তে পারে।

বিছু। তা ওর হবে। আর আমার—

গীত।

বিলা। তোমার ভাগ্যে যাবজ্জীবন জেলখানাতে বাস।
বেড়ি পোরে পায় পাশে বদ্ধ থাকবে বারমাস॥
বিছু। কেন অপরাধ কি মোর,
কেন অপরাধ কি মোর,
বিলা। চোরের সঙ্গে পড়্‌লে ধরা সাধ হয়ে যায় চোর
জানত সাধ হয়ে যায় চোর
বিছু। আমি ধরাত পড়িনি, আমি ধরাত পড়িনি।
বিলা। আজ পড়নি কাল পড়বে এড়াতে নার্‌বে ফাঁস।
বিছু। আমি তা হলে বাঁচব্‌ না, আমি তা হলে বাঁচ্‌ব না,
বিলা। বাঁচবে বাঁচবে নাকে কেঁদনা ফেলোনা দীর্ঘশ্বাস।
সে জেল্‌ নয় এই জেল্‌ আর এই বেড়ি এ পাশ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দূরে আলোকস্তম্ভ—দীপ প্রজ্বলিত।

সমুদ্র তীর—বেলাভূমিস্থ ইঁদারার উপরিভাগস্থ চক্র ঘুরাইয়া রমণীগণ বারি উত্তলনে নিযুক্ত।

(রঙ্গিয়ানন্দ ও বিছুয়ার প্রবেশ)

বিছু। না? বাবা তুমি বড় লোভাতে হয়েছ!

রঙ্গি। (সাহাস্যে) কেনরে? কেনরে? (রমণীগণের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত)

বিছু। ওরা মুটে মজুরদারদের মেয়েছেলে, ওদের দিকে নজর কেন?

রঙ্গি। ওরে বিছুয়া! কয়লার খাদে হীরে বেরোয়, গোবরে পদ্মফুল ফোটে, আর ছাইয়ের ভেতর আগুন ঢাকা থাকে, জানিস্‌তো? যদি মেলে, ছাড়ি কেন?

বিছু। এইজন্য আমার রাগ্‌ হয়, ভারি ছোট নজর আপনার, যে সব রুই কাত্‌লা গেঁথেছেন, তাদেরই খেলিয়ে তুলুন; তানা-চুনো পুঁটীর জন্য এগুচ্ছেন।

রঙ্গি। ওরে ব্যাটা, অ্যাও কর্ত্তে হয়, অও কর্ত্তে হয়; এ কাজের মজাই এই! শুধু ওপর ওপর ভেসে বেড়ালি বইত নয়; তলায় সেঁধুলে গেঁড়ি গুগ্‌লিও ভাল লাগ্‌ত।

বিছু। তুমি ঠাকুর কোন দিন মজাবে দেখ্‌ছি!

রমণীগণের গীত।

আকাশ কোণে মেঘঐ চলেছে, মেঘের কোলে চিকি মিকি।
এই সাগর বুকে ঢেউ উঠেছে, ঢেউয়ের বুকে ঝিকি মিকি॥
ঐ আকাশ বলে ছোঁব ছোঁব,
এই সাগর বলে ছোঁয়া দেব,
ঐ মেঘের তরিত মেঘের পিরিত, জ্বালিয়ে তোলে ধিকি ধিকি।
ও চায় এরে, এ চায় ওরে নাইকো দুয়ের ঠিকি মিকি।

রঙ্গি। জল নিয়ে সব চলে যায় যে! ঐ টেকে দেখ্‌না; বয়সও আছে, ঢং ঢাংও আছে! শ্যানা, এগোনা।

বিছু। দেখ মারী! ঐ যে সন্ন্যাসী ঠাকুর দেখ্‌ছো, উনি সিদ্ধযোগী। তোমায় দেখে বল্লেন, তোমার অদৃষ্ট বড় ভাল।

যুব-স্ত্রী। কি রকম ...ন?

বিছু। বল্‌ছেন্ তুমি বড় সুলক্ষণা।

যুব-স্ত্রী। তা, এত লোক থাক্‌তে, তোমার সন্ন্যাসী মশায়ের এত সুনজর আমার উপর কেন?

বিছু। উনি সে সন্ন্যাসী নন্ মা, সে সন্ন্যাসী নন্; উনি বাক্‌সিদ্ধ।

যুব-স্ত্রী। কি?

বিছু। বাক্‌সিদ্ধ। উনি যাকে যা বলেন, তাই হয়।

যুব-স্ত্রী। বটে? তা তোমার সন্ন্যাসীকে এইদিকে একবার ডাকনা।

বিছু। বাবা! ইনি ডাক্‌ছেন।

রঙ্গি। (অগ্রসর হইয়া) আহা! বালিকা সুলক্ষণা! সুন্দরী সুখী হইবে!

যুব-স্ত্রী। ঠাকুর! সুখটা আমার কি রকম করে হবে, বুঝিয়ে দিতে পার? আমার স্বামীত নিরুদ্দেশ, বাড়ীতে থাকি এক্‌লা, কোন দিন খেতে পাই, কোন দিন পাইনা! পাঁচজন যে পেছনে না লাগে তাও না। তা সেদিকে ত এখনও ঘেঁসিনি, এ অবস্থায় সুখটা কি করে হতে পারে, তা আমায় বুঝিয়ে দিতে পার?

রঙ্গি। হাঁ হাঁ কিছু অর্থ, কিছু অর্থ। কিছু অর্থের প্রয়োজন।

যুব-স্ত্রী। এই! সন্ন্যাসী ঠাকুর ঠিক ধরেছ! কিছু অর্থের প্রয়োজন! তারপর কি দরকার?

রঙ্গি। স্বামী! স্বামী! স্বামীর আগমন প্রয়োজন।

যুব-স্ত্রী। স্বামী যদি না আসে?

রঙ্গি। যদি না আসে। ভক্ত প্রবর বিছুয়া। সেই যে কল্যাণ পুরের কল্যাণী নাম্নী বালিকাটিকে ঠিক এই অবস্থায় কি বলিয়াছিলাম ?

বিছু। বলেছিলেন—নেহাৎ যদি পতি না আসে, তা হলে একটা "উপ" করা যেতে পারে।

রঙ্গি। অবশ্য। অবশ্য। বুঝিলে সুন্দরী।

যুব-স্ত্রী। খুব বুঝিছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, আজকাল "উপর" বাজার এ দেশে ভাল নয়; তারা খেয়ে দেয়ে,ঘটে,বাটে, কাপড় খানা চোপড় খানা, যা পায় নিয়ে সরে পড়ে।

রঙ্গি। তেমন নহে—তেমন নহে—ভাল দেখিয়া।

যুব-স্ত্রী। আর ঠাকুর, ঠক্ বাছ্‌তে গাঁ উজোড়। কই একটা ভাল দেখে মিলিয়ে দাও দেখি!

রঙ্গি। (জনান্তিকে) বিছুয়া।

বিছু। আজ্ঞে হাঁ।

রঙ্গি। এইবার বলে দেখ্‌না। আর কিছু অর্থ দিগে।

বিছু। মায়ী। একটু এইধারে এসত। (তথাকরণ) গুরুদেবের যেমন শক্তি, তেমনি অর্থ। তোমায় রাজরাজেশ্বরী করে দিতে পারেন। ঐ দেখ—ঐ দেখ—তোমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে স্বর্গের দিকে চেয়ে দেবতাদের ধ্যান কচ্ছেন।

যুব-স্ত্রী। তা বুঝিছি, এখন কথাটা কি তাই বলনা?

বিছু। এই দেখ, তোমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে, আমায় এই অর্থ দিতে বল্লেন। (অর্থ প্রদান) উনি যেমন দাতা, তেমনি প্রেমিক।

ধ্রুব-স্ত্রী। (অর্থ লইয়া) তাই বলনা, ওঁর 'উপ' হতে সাধ হয়েছে। তা সত্যি কথা বল্‌তে কি, গোড়া থেকেই ওঁর চেহারা, হাসি, আর ভাব ভঙ্গি দেখে আমিও যে একটু না মজেছি তা বল্‌তে পারি না।

বিচ্ছু। গুরুদেব! এইবার বোঝা পড়া করুন। আমি সরে পড়লুম! (প্রস্থান)

রঙ্গি। আরে যাস্‌নি—যাস্‌নি—আমায় একা ফেলে যাস্‌নি।

ধ্রুব-স্ত্রী। তা যাক্‌না। এইত আমি রয়েছি।

গীত।

আমার ঘর রয়েছে ফাঁকা।
ঘরে নাইক মানুষ, নাদুস্ নুদুস্,
ক'চ্চেছে খাঁ খাঁ॥
আহা তোমার মতন
নাইকো মানুষ নাদুস্-নুদুস্
তাই কচ্চেছে খাঁ খাঁ
যে সে মানুষ অনেক আস্‌তে চায়,
আমার কতই মন যোগায়,
আমি যাতা মানুষ চাইনা তো
চাই মানুষ ঠিক পাকা.
আহা তোমার মতন
মানুষ ঠিক পাকা।

(বিচুয়ার প্রবেশ)

বিচ্ছু। হয়েছে, হয়েছে, ঢের হয়েছে! এখন তোমার বাড়ীটা কোথায় বলে এগিয়ে পড়ত মায়ী!

ধ্রুব-স্ত্রী। আমার বাড়ী, ঐযে বড় বাড়ীটা, ওরি ঠিক বাঁধারে!

তবে আসি সন্ন্যাসী! পায়ের ধূলো দিও! মাজয়ে পালিও না। (প্রস্থান।)

রঙ্গি। তুই ব্যাটা বড় হিংসুকে। একটু ভাল করে আমোদ কচ্ছিলুম, তা তোর সইল না!

বিচ্ছু। ওগো, না ঠাকুর না, ওত আর পালায়নি। এখন চল, কর্ত্তা তোমায় ডাক্‌ছেন। দানপত্রটা লেখা হবে, আর তোমায় কন্যা দান কর্‌বেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরামস্বামীর বাটীর দরদালান।

(বিলাসিয়ার প্রবেশ।)

গীত।

বিলা—আমার-আদুরেটা আবদারেটা নাই যে—তারে চাইগো।
বিচ্ছু—(প্রবেশ করিয়া) আমি এই যে—
তোমার নাচ্‌দুয়ারে বাঁধা আছি, ডাক্‌লে সাড়া দিই যে
আমি এই যে
বিলা—তোমায় যাইতে দরদ্ করি,
তুমি দরদটি ঠিক মনের মত নাইক ছল চাতুরি;
বিচ্ছু—আমি আহ্লাদে যে মরি,
এমন মিষ্টি আদর প্রাণের কদুর আজ কেন সুন্দরি;—
বিলা—তোমায় মোট বওয়াব, চোট খাওয়াব, এতই আদর তাই যে।
বিচ্ছু—এমন আদর পেলে, বিনা মূলে, মোট বয়ে চোট খাই যে
আমি এই যে।

বিছু। এখন ব্যাপারটা কি শুনি ?

বিলা। ব্যাপারটা এই যে, তোমার গুরুদেব ব্যাটাকে কিছু শিক্ষা দিতে হবে, আর আমাদের কর্ত্তা যে দান পত্র খানা লেখাপড়া করে দিয়েছেন, সেইখানা হস্তগত কর্ত্তে হবে। সেটা কি করে হয় এখন বলদেখি।

বিছু। তাইতো! সেটাত সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌ছে, কাছ ছাড়া কচ্ছেনা। তবে একটা উপায় হতে পারে, কাল থেকে বেটা ঐ যে একটা ছোট লোকের মেযের রূপে মজেছে, সেই দিক দিযে যদি কিছু চাল চালা যায়, তাহলে হয় ত হতে পারে।

বিলা। হয়ত হতে পারে বল্‌লে চল্‌বেনা, হতেই হবে; এ যদি না কর্ত্তে পার তাহলে তোমার সঙ্গে বল্‌বে না।

বিছু। মাইরি বিলাসি, তুমি অমন করে মুখ খানা ঘুরিয়োনা, তোমার ওই মুখ ঘোরান টুকুতে বড় ভয় পাই—

বিলা। ভয় পাওত আমার মনের মত কাজ কর, আর ঘোরাব না, নইলে কেবল ঘোরাব, কেবল ঘোরাব, কেবল ঘোরাব।

বিছু। ঘোরাতে হবে না, ঘোরাতে হবে না, ঘোরাতে হবে না ও কাজ আমি কর্ব্ব কর্ব্ব কর্ব্ব।

(বিলাসিযার প্রস্থান।)

বিছু। (স্বগতঃ) তাইত! এখানে থাকলে ব্যাটা দান পত্তর খানা চোখের বার কর্‌বেনা। সেই ছুঁড়ীকে দিয়েই এ কাজ কর্ত্তে হবে। এই যে আসছে কর্ত্তা!

(রঙ্গিয়ানন্দের প্রবেশ)

রঙ্গি। ভক্তপ্রবর বিছুয়া!

বিছু। আর তোমার ভক্তপ্রবর বিছুয়ায় কাজ নাই—

রঙ্গি। কেনরে, কেনরে, রাগছিস্ কেন?

বিছু। এখানে কি দুজনে কোন্ দিন খুন হব!

রঙ্গি। কেন কি হয়েছে?

বিছু। আ'গ! একেবারে যেন খোকা, কিছু জানেন না! ওদের বিষয় আশয় ফাঁকি দিয়ে নিলেন, মেয়েটাকে হাত গত কচ্ছেন—

রঙ্গি। তা কি হয়েছে বলনা?

বিছু। হবে আব কি! এবার তোমার গলায় কুড়ুল, আর আমার গলায় কাটারি। ছেলে ছোঁড়া ত ওত্ করে আছে, তোমায পেলেই মার্ব্বে, আর ঐ দান পত্তর খানা কোন রকমে না কোন রকমেই কেড়ে নেবে!

রঙ্গি। তবে কি করি বিছুয়া?

বিছু। এবাড়ী থেকে বাস ওঠাতে হবে। কর্ত্তাকে বলুন যে, এখানে বড় গোলমাল হয়, আমার পূজা আশ্রয় ব্যাঘাত হয়, আমি কাছাকাছি অন্য স্থানে থাকিগে।

রঙ্গি। যাব কোথা?

বিছু। তাও বিছুয়াকে বল্‌তে হবে? সেই ছুঁড়ীর ওখানে। তার আপনার উপর ভারি মন, তাকে ঠিক করে নিতে হবে।

রঙ্গি। হাঁ ঠিক্ বলেছিস্, চ'ট্ হির করিগে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরাম স্বামীর বাটীর দরদালান।

তড়িৎ উপস্থিত ও বিলাসিয়ার প্রবেশ ও গীত।

দিদি তাঁর কেন মুখ ভারি?
তোমার বর মিলেছে জটাধারী।
বয়স যেমন, তেমনি বরের রূপ।
নাক্ চোখেতে যায় না বোঝা স্বরূপ কি কুরূপ।
ও তার গায়ে মাখা ছাই, বিষম বালাই, তায় গেরুয়া ধারী।
তারে ভজ্‌তে হলে ভজন সাধন্ চাই, গায়ে মাখ্‌তে হবে ছাই;—
হ'য়ে সেবাদাসী, গয়া কাশী ঘুর্‌বে কেবল নারী,
ও তোর ফাটা পায়ে তেল মাখায়ে, বইবে জলের ঝারি।

(শ্রীরামস্বামী ও শোহানিয়াশ্রীর প্রবেশ)

শ্রীরাম। (তড়িতের প্রতি) তুমি আমার আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত হও, বুঝেছ?

তড়ি। (পিতার পদতলে পড়িয়া) বাবা! মাতৃহীনা কন্যা আমি, আমার রক্ষা করুন।

শ্রীরাম। তোমায় রক্ষা কর্ব্বার জন্যই এ বিবাহের প্রস্তাব। প্রস্তুত হও।

বিলা। আপনি কি বলছেন কর্ত্তামশাই?

শ্রীরাম। তুই থাম্‌তো! দেখমা তড়িৎ! রঙ্গিয়ানন্দ শ্রীনা-

রায়ণজী ভগবান জানিত ব্যক্তি ; বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলে, তুমি তাঁকে যে ভাবে দেখতে ইচ্ছা কর্ব্বে, তিনি সেই ভাবেই দেখা দেবেন।

বিলা। আমার বিশ্বাস উনি তাকে বানর ভাবে দেখ্তে চাইবেন।

শ্রীরাম। কি,—ছোট্ট মুখে বড় কথা! ফের অনধিকার চর্চ্চা কল্লে আমি সহ্য কর্ব্ব না।

বিলা। কিন্তু কর্ত্তা মশাই—

শ্রীরাম। ফের! (তড়িতের সহিত কথা কহিবার উদ্যোগ।)

বিলা। আজ্ঞে না—তাই বলছি, বানরে আর তাতে—

শ্রীরাম। আবার! (তড়িতে সহিত কথা কহিবার উদ্যোগ)।

বিলা। এ কাজ কল্লে আপনাকে লোকে পাগল বলবে।

শ্রীরাম। তবে রে পাজী—

বিলা। মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুলবেন নাকি?

শ্রীরাম। তবে চুপ করে থাক্।

শাহা। এ ক্ষেত্রে আমার কোন্ কথা কওয়া উচিৎ নয়; কিন্তু তার দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনেও যে আপনি বিশ্বাস করেননি, সেই জন্য আমি আর চুপ করে থাক্তে পাচ্ছি না।

শ্রীরাম। এ কি রকম কথা হল। যখন রঘুযারাম সাধুর বিরুদ্ধে সেই দুর্নাম রটনা কল্লে, তখন ত তুমি কোন কথা কইলে না। সত্য হলে তুমি কি চুপ করে থাক্তে।

শাহা চুপ্ করে থাকাই আমি সঙ্গত বোধ করেছিলুম।

শ্রীরাম। এখনও তাই সঙ্গত বোধ করনা কেন?

শোহ। আপনার চক্ষু যখন কিছুতেই ফুট্‌ল না, তখন কাজে কাজেই নির্লজ্জের মত সকল কথা ব্যক্ত কর্ত্তে হচ্চে।

শ্রীরাম। আর ব্যক্ত করে কাজ নাই। আমি সব বুঝতে পাচ্ছি। আমার মতের কিছুতেই পরিবর্ত্তন হবে না।

শোহা। কি আশ্চর্য্য! এমন ভ্রমে মানুষ পড়ে। আচ্ছা আপনি যা শুনেছেন অথচ বিশ্বাস করেন নি, তা যদি চক্ষে দেখেন?

শ্রীরাম। কি রকম দেখা?

শোহা। এই দুই চক্ষু বেস্ ভাল করে চেয়ে—আর কি।

শ্রীরাম। ও কথাই নয়।

শোহা। কথা যদি ঠিক্ হয়, তা হলে?

শ্রীরাম। অসম্ভব।

শোহা। কি জ্বালায় পড়লুম গা! নিজ চক্ষে দেখতে বল্‌ছি, তবুও না। আচ্ছা ঠিক্ যদি দেখ্‌তে পান্, তা হলে আপনার সাধু ঠাকুরকে নিয়ে কি কর্ব্বেন?

শ্রীরাম। কি কর্ব্ব তা দেখ্‌তেই পাবে। আর দেখ্‌বেই বা কি? কথাটা যে একেবারেই অসম্ভব।

শোহা। না আর সহ্য হচ্ছে না। আমি যে মিথ্যাবাদিনী নই, তা আপনাকে না দেখিয়ে ছাড়্‌ছি না।

শ্রীরাম। ভাল দেখাই যাক, কত বড় সত্যবাদী তুমি।

শোহা। বেশ্। (বিলাসিয়ার প্রতি।) বিলাসিয়া! সাধুটাকে ডেকে আনতে পার্ব্বি?

বিলা। একবার ধরা পড়েছে, সেকি আর আসবে ?

শোহা। ও রকম দুশ্চরিত্র লোকের সহস্র বার ধরা পড়লেও মনে থাকবে না। তুই যা।

(সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(যুবতী স্ত্রী ও বিলাসিয়ার প্রবেশ)

বিলা। কি কল্লি ?

যু-স্ত্রী। করেছি ঠিক। বেটা ভারি ধড়িবাজ। বাগিয়ে এনেছি; কিন্তু দিদি, আদত্ কাজটা এখনও কর্ত্তে পারিনি।

বিলা। তা না কল্লে যে আর চলে না।

যু-স্ত্রী। আজত কর্ব্ব দিদি। জিনিষ পত্র সব এনেছে।

বিলা। আর সেটা, যে দান পত্তর খানা ?

যু-স্ত্রী। বিছুয়া বল্লে, সেটা ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

বিলা। তা যে থাকে, তাত আমি জানি ; সেইটা নেওয়াইত কাজ। তুই এক কাজ কর,—ওকে ভয় দেখা ;—বল রঘুয়ারাম যে রকম রেগেছে, সে যেমন করে পারে তোমার ঠেঙ্গে কেড়ে নেবে। বেটা ভীতু কি না। বদমাইস হলেই ভীতু হয় জানিসত ? ভয় পেয়ে হয়ত তোর কাছে দিয়ে ফেলতে পারে।

যু-স্ত্রী। যদি না দেয় দিদি?

বিলা। না দেয় কিলো! তবে আর তোর বাহাদুরি কি! না দেয়, মান কর্ব্বি; বল্‌বি তোমার—জন্য জাত কুল খোয়াতে বসেছি! তোমায় যদি মেরে ফেলে তা হলে আমার এ কুল ও গেল ও কুলও গেল।

যু-স্ত্রী। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, তাই কর্ব্ব।

বিলা। দেখিস্ ঠকিসনা; বিছুয়া ঠিক আছে, সে তোর সাহায্য কর্ব্বে।

যু-স্ত্রী। দিদি আমায় আর বেশী বল না, চেষ্টার কসুর কর্ব্ব না। ওই বুঝি আসছে তুমি ওই পাশের ঘরে গিয়ে বস!

(বিলাসিয়ার প্রস্থান)

(রঙ্গিয়ানন্দ ও বিছুয়ার প্রবেশ)

রঙ্গি। বিছুয়া, এ শালী ভারি ত্যাঁদড়্। কাল আমায় ভারি জ্বালিয়েছে।

যু-স্ত্রী। দেখ বিছুয়া ছেলে, ওর কথা শুননা; ওর সব বাড়াবাড়ি।

রঙ্গি। চুপ্ চুপ, সে কথা না—

যু-স্ত্রী। না যদি, তবে ঘাঁটাও কেন? আমি ওসব বুঝিনা, তোমায় বিশ্বাস কি? তুমি আজ আছ, কাল যদি তুমি চলে যাও, আমার দশা কি হবে? আমি না হয় তোমার রূপে গুণে যাতে হক্ ভুলে তোমায় প্রাণ দিয়ে ফেলিছি।

রঙ্গি। তা ফেলেছ, এখন চাও কি?

যু-স্ত্রী। চাব আবার কি ? হয় আমাদের থেকে নিয়ে চল, আর না হয় আমায় ছেড়ে দাও—পাড়া পড়্শীর গঞ্জনা আমার সইতে হয়, তা জান ?

রঙ্গি। গঞ্জনা সইতে হবে না। এই দান পত্তরের জোরে শ্রীরামের সর্বস্বটা আগে নিই, তারপর তুই রাণী, আমি রাজা। ওদের তাড়িয়ে ওই বড় বাড়ীতে গিয়ে বস্‌ব, তখন কে গঞ্জনা দেয়, বুঝে নেব।

যু-স্ত্রী। হ্যাঁ, তা আর হতে হয় না। রঘুয়ারাম যে রকম রাগী, তাতে ও দানপত্তর তোমার ঠেঙ্গে কেড়ে নেবেই নেবে।

রঙ্গি। কেমন করে নেবে ? আমি দিবা রাত্তির এ জিনিষ হাতে হাতে রাখি।

যু-স্ত্রী। ওই হাতে হাতে রাখাতেই তোমার সর্ব্বনাশ হবে।

বিছু। একথা মায়ী তুমি ঠিক বলেছ। সে নিজেত লাঠি নিয়ে ঘুচ্ছেই, তারপর শোন—গুণ্ডা ঠেকিয়ে দেবে।

রঙ্গি। বলিস্ কি! হ্যাঁ, তা পারে। বেটা ভারী রাগী। এখন তা কি করি ফের ? ওদের বাড়ীতে গিয়েই বাসা নিই, কি বলিস্ ?

যু-স্ত্রী। তা নেকে বইকি। যদিও দুদিন দেরিতে হত, সেটা আর হবেনা ; ওই যেমন যাওয়া আর অমনি হওয়া।

বিছু। হ্যা—তা ঠিক! এক বুড় গিন্নী আর কর্ত্তা বৈ বাড়ীর আর সকলে ওঁকে গুড়ের মত ভাল বাসে কি না!

রঙ্গি। ওরে! জানি, তা জানি! এখন কি কর্ত্তে হবে সেইটে বল্‌না! মাথা খারাপ করিস কেন ? দুটো আমোদ

কর্ব্ব, মজায় থাক্‌ব, কি কর্ত্তে হবে তাই বলেদে ?

বিছু। ওই কাগজখানি একজায়গায় লুকিয়ে রাখ; হাতে করে নিয়ে বেড়ালে চল্‌বেনা, বুঝলেন।

রঙ্গি। কোথা রাখব ?

যু-স্ত্রী আহা! কোথা রাখব! আমার কাছে প্রাণটা গচ্ছিত রাখতে পেরেছ, আর ওই জিনিষটা কোথা রাখবে বলে ভাবছ ? কেন আমার কি বাক্স পেঁটড়া নাই ?

রঙ্গি। তাতো আছে, রাখতেও ত পারি; কিন্তু যদি বেটারা এখানেও আসে ?

যু-স্ত্রী। এখানে এসে কি কর্ব্বে ?

রঙ্গি। তোমার বাক্স পেঁটড়া ভেঙ্গে নিয়ে যাবে।

যু-স্ত্রী। নিয়ে যাবে বৈকি ? আমার ঘরে মুড়ো ঝাঁটা নেই, ঝেঁটিয়ে বেটাদের বার করে দেবনা। কই দাও ত তোমার কাগজ। (রঙ্গিয়ানন্দর হস্ত হইতে কাগজ লইয়া বাক্সে রাখিয়া) এই আমার বাক্সে রাখলুম। কই আসুক ত, কার ঘাড়ের ওপর মাথা আছে আমার দরজায় ঢুকে এই বাক্স ভাঙ্গে।

বিছু। কার সাধ্যি; খুন করে ফেল্‌ব।

রঙ্গি। দেখিস্‌ বিছুয়া!

বিছু। কিছু ভয় নেই ঠাকুর।

রঙ্গি। মতিয়া, এইবার ভাই একটা গান কর!

যুস্ত্রী। আমি অম্নি গাইনা; আমার গানের দাম হয় টাকা, নয় নাচ্‌।

রঙ্গি। তা তোর পাঁচশ টাকা ত মজুতই আছে।

যু-স্ত্রী। তা ত আছে! বিছুয়া ছেলের মুখে শুনেছি তুমি বেশ নাচতে পার, তা তুমি যদি নাচ, তা হলে একটা গান করি।

রঙ্গি। (বিছুয়ার প্রতি) তুই হতভাগা ভারী দুষ্টু; নাচতে পারি, তাও বলা হয়েছে।

যুব-স্ত্রী। গীত।

আমি গাইছি, তুমি নাচত
নাচ, নাচ নাচত।
আমি কতকটা ভালবাসি তোমার আঁচত
এঁচে নাচত।
প্রেমের খেলা চলছে দুজনায়,
(বুঝেছ? তোমায় আর আমায়)
আমি ও চলেছি, তুমিও চলেছ,
জিতে নেবার আশায়;—
এখন পাকা ঘুটিটী তোমার হাতে,
হয় কাঁচাও নয় কাঁত, নাচ, নাচত॥

(রঙ্গিয়ানন্দের নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করণ)

যু-স্ত্রী। এখন বুঝতেপাল্লুম তুমি নাচ ভাল, কিন্তু পাকদাতে মন্দ।

রঙ্গি। হা হা হা নাচলুম ইতো, পাকদিলুম কই?

যু-স্ত্রী। আজ না দাও কাল ত দেবে?

রঙ্গি। তা দেব, তা দেব; কিন্তু মতিয়া—কিন্তু মতিয়া—

বিচ্ছু। (ব্যাঙ্গস্বরে) কিন্তু মতিয়ায় কিন্তু মতিয়ায় আর কাজনেই, এখন স্নান কর্ত্তে যাবে? চল।

রঙ্গি। তা চল, কিন্তু এ ছেড়ে যে যেতে ইচ্ছে করে নারে!

বিচ্ছু। ইচ্ছে ত মজুতই আছে। এখন চল!

রঙ্গি। তবে চঁ।

(উভয়ের প্রস্থান)

(বিলাসীয়ার প্রবেশ)

বিলা। খুব বাহাদুরী করিছিস্, খুব বাহাদুরী করেছিস্, তোর ভাল হবে, তোর ভাল হবে! এখন এক কাজকর, এই খানা নে, আর ওই খানা দে!

যু স্ত্রী। (বাক্স খুলিয়া দানপত্র প্রদান ও উহার পরিবর্ত্তে জাল কাগজ রাখিয়া) এসে যদি দেখতে চায়?

বিলা। সে আর দেখ্‌তে চাইবে না। যদি চায়ত বাক্স খুলে দেখাবি—এইত তোমার জিনিষ, আমি কি আর খেয়ে ফেলিছি বলে, একবার মুখখানা ঘোরাবি?

যু-স্ত্রী। আচ্ছা, তাই হবে দিদি, তাই হবে আমায় কিন্তু দেখ?

(উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শোহনিয়াশ্রীর শয়ন কক্ষ।

(শোহনিয়াশ্রী ও শ্রীরামস্বামীর প্রবেশ।)

শোহ। এই খাটের নীচে যাও।

শ্রীরাম। খাটের নীচে!

শোহ। হ্যাঁ! ভাল রকমে তোমার লুকিয়ে থাকা আবশ্যক্।

শ্রীরাম। তা খাটের নীচে কেন?

শোহ। আহা, যা বলছি তাই করনা। আমি যা মতলব করেছি, তা হাসিল হওয়াত চাই। তোমায় যেখানে লুকিয়ে রাখ্‌ছি, সেই খানে থাক, কোন শাড়া শব্দ করনা, হঠাৎ দেখা দিয়েও ফেলনা।

শ্রীরাম। আঃ এমন জ্বালাতেও মানুষ পড়ে; যাই হোক, তোমার মতলব হাসিল্ হওয়া পর্য্যন্ত সব সহ্য কর্ব্ব।

(খাটের নিয়ে গমন।)

শোহ। হ্যাঁ তাই কর! বিশেষ হঠাৎ যেন কোন কথা কয়ে ফেলনা। আমি তার সঙ্গে যে সব কথা কইব, হাজার দুঃখ বোধ হলেও চুপ করে থেক। তোমায় আদত কথা বোঝাবার জন্য আমায় অনেক

কথা কইতে হবে। ভালবাসার কথা কয়ে যাতে সে লম্পটটার মুখোস্ খুলে পড়ে, তা কর্ত্তে হবে। সে একটু এগুবে, কিন্তু তোমায় বোঝাবার জন্য যতটুকু সম্ভব ততটুকু ছাড়া আমি বেশী এগুবনা; তবে তাঁতেও যদি আরো এগোয়, তখন স্বামী তুমি, সময় বুঝে আমায় রক্ষা কর্ত্তে, যা ভাল বোঝ, তাই কর। ঐ আসছে। নড়োনা! তোমায় যেন আগে ভাগে দেখতে পায় না।

(রঙ্গিয়ানন্দের প্রবেশ)

রঙ্গি। আপনি নাকি আপনার এই নিভৃত শয়ন কক্ষে, আমার সহিত কি কথা কহিবেন বলিয়া, আমায় আহ্বান করিয়াছেন ?

শোহ। হ্যাঁগো হাঁ! বিশেষ কিছু কথা না থাক্‌লে কি আর লোকলজ্জার মাথা খেয়ে এই শোবার ঘরে আসতে বলি! এখন দরজাটা বন্ধ কর্‌য়া হকৃনা। নইলে কি আবার তখনকার মত এক কত্তে আর হয়ে পড়বে ?

(রঙ্গিয়ানন্দের দ্বার বন্ধ করণ)

উঃ! রঘুয়া ছোঁড়া কি বিপদেই ফেলেছিল! তাকে কত রকমে থামাবার চেষ্টা করেছি, তা দেখেছিলে ? তারপরে গোঁসাই যখন শুনলেন—তখন যে একেবারে স্পষ্ট অস্বীকার কত্তে পারিনি, সেটা কেবল মাথা গুলিয়ে যাবার দরুণ।

রঙ্গি। আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছিনা। ইতিপূর্ব্বে যেরূপ

ভাবে কথোপকথন হইয়াছিল—ইহা যে দেখিতেছি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

মোহ। আমরি! অত ঠাণ্ডা সুরে অস্বীকার করায় যদি তোমার মেজাজ গরম হয়ে থাকে—তা হলে জানলুম যে তুমি মেয়ে মানুষের হৃদয়ের ভাব একেবারে বোঝইনা। তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না? যদি তোমার রূপে গুণে আমি মোহিত না হতেম, তা হলে কি তখন তোমার অত কথা শুনতে চাইতুম, না রঘুয়া-রামকে প্রকাশ কত্তে অত বারণ কত্তুম! সুরমনের সঙ্গে যাতে তড়িতের বিবাহ হয়—তার জন্য যে তোমায় কেন চেষ্টা কত্তে বলেছিলুম—তাকি তলিয়ে বুঝেছ? না বুঝে থাক, বলি শোন—আমার ভাল-বাসার ভাগীদার আমি চাইনা,—এই হচ্ছে সে কথার মানে।

রঙ্গি। হে শূর সুন্দরি! যে রমণীতে প্রেম জন্মে, তাঁহার শ্রীবদন হইতে এইরূপ সোহাগময় বাক্য বড়ই শ্রুতি সুখকর! এই সোহাগময় বাক্যে আমার সর্ব্বশরীর এরূপ পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সেরূপ পুলক এ জীবনে কখনও উপভোগ করি নাই। কিন্তু হে সুমুখি, সুনেত্রা, সুবর্ণা, সুহস্তা, সুপদা! আমার যে সন্দেহ হইতেছে; এ সমস্ত প্রিয় কথা কেবল অদ্যকার বিবাহ ভঙ্গের চেষ্টা মাত্র, সে সন্দেহ এখনি অপনীত হইতে পারে, যদ্যপি তুমি ভালবাসার কোন বিশেষ নিদর্শন প্রদর্শন করহ।

শোহ। (স্বামীকে জানাইতে কাশি) এত তরন্ত কেনহে? খাবার পেলে কি মানুষ একেবারে দুহাতেই খায়? একটু থাম।

রঙ্গি। থামিব কি জন্য সুন্দরি। যথার্থই যদি আমায় দয়া করিয়া ভাল বাসিয়া থাক, তবে তাহার নিদর্শন প্রদর্শনে পশ্চাদপদ্ কি জন্য?

শোহ। পশ্চাদ্পদ নই। তবে তুমি যে দিন রাত্তির ভগবান ভগবান কর, তাই ভাব্‌ছি পাছে সেই ভগবানের কাছে দোষী হয়ে পড়ি।

শোহ। তাঁর কাছে অপরাধী হলে যে নরকে বাস, তার কি?

রঙ্গি। অপরাধ হয আমার হইবে, নরকে বাস করিতে হয় আমি করিব, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে প্রেম করহ। আইস!

শোহ। (উচ্চ কাশি এবং খট্টায় আঘাত) দেখ্‌ছি আর আমার দেরি করা ভাল দেখাচ্চে না। তোমার সমস্ত কথায় এখন সম্মত না হলে তুমি কিছুতে বুঝ্‌বে না। যাই হক্ এতটা যে এগুচ্চি, এতে আমার যেন কোন অপরাধ না হয়? তোমারই জন্য এতটা। এটা যেন মনে থাকে।

রঙ্গি। খুব থাকবে সুন্দরি, খুব থাকবে! আমিই দোষ আমারই দোষ।

শোহ। ভাল, একবার দরজাটা খুলে বেশ্ ক'রে দেখদিকি, আমার স্বামি কোথায় আছে কি না?

রঙ্গি। আহা সুন্দরি! তাঁহার জন্য চিন্তার কিছুই নাই। আমরা উভয়ে তাঁহার নাসিকায় রজ্জু বাধিয়া ঘুরাইব ফিরাইব। আমাদের উভয়কে একত্র থাকিতে দেখিলে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহাকে এমন অবস্থায় দাঁড করাইয়াছি, যে তিনি চক্ষে দেখিবেন অথচ বিশ্বাস করিবেন না।

শোহ। তা হক্, তবু একবার বেশ্ করে চাদ্দিকটা দেখে এস।

(রঙ্গিয়ানন্দের প্রস্থান।)

শ্রীরাম। (খট্টার নিম্ন হইতে বাহির হইয়া) পাজি নচ্ছার! আর অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। উঃ! আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

শোহা। আহা! এখনি বেরিয়ে পোড়্লে কেন? আরো মজা আছে। তোমার বিশ্বাসটা পাকা না করে ছাড়্ছি না।. যাও ভেতরে যাও।

শ্রীরাম। না, আর যেতে হবেনা! আমি ঠিক বুঝ্তে পেরেছি নরকেও এমন প্রেত নাই।

শোহা। তোমার যেমন অবিশ্বাস তেমনি বিশ্বাস, সহজে হয় সহজে যায়। এবার আর সেটি হতে দিচ্ছিনা। ঐ আসে পড়্ল, আমার পেছনে লুকিয়ে পড়। (পশ্চাতে লুকাইত হওন)

(রঙ্গিয়ানন্দের পুনঃ প্রবেশ।)

রঙ্গি। ভগবান আমার সহায়! আমি প্রত্যেক কক্ষ অনুসন্ধান করিয়াছি, কোথাও কেহ নাই। এক্ষণে যে

আমার প্রাণের পরমেশ্বরী, হৃদয়ের জগদীশ্বরী---
আইস, একবার প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করি।

(উভয় হস্ত বিস্তার করিয়া অগ্রসর হওন শোহানিয়ার সরিয়া যাওন সম্মুখে শ্রীরাম উপস্থিত।)

শ্রীরাম। থাম! থাম! একেবারে অন্ধ যে দেখি। ছিঃ! এই তুমি! এই তুমি সাধু পরস্ত্রী হরণের জন্য এত লালসা তোমার? নব প্রেত!
এমন যে গৈরিক বসন, এই বসনের তুমি এই রকমে অপব্যবহার কল্লে? দেবত্বের আবরণে পশুত্বের নীচ-বৃত্তি অবলম্বন কল্লে? যে তোমাকে আমি সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছি, যে তোমাকে আমি আজই কন্যাদানে প্রস্তুত হয়েছি, সেই তুমি কিনা স্বচ্ছন্দে ভগবানের নাম করে আমার স্ত্রীর সতীত্ব নাশে অগ্রসর হচ্ছিলে?

শোহা। (রঙ্গিয়ার প্রতি।) আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এ কাজে হাত দিয়েছিলুম। তোমার ভেতর টা খুলে দেখান আবশ্যক বলেই এতটা কল্লুম।

রঙ্গি। কি ভ্রাতঃ! আপনি কি বিশ্বাস করেন---

শ্রীরাম। আর ভ্রাতঃ নয়, এখন আর কোন গোলমাল না করে আস্তে আস্তে নিজের তৈজস পত্র নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ত!

রঙ্গি। আমার উদ্দেশ্য---

শ্রীরাম। হাঁ, উদ্দেশ্য বেশ বোঝা গেছে! এখন আস্তা আস্তে বেরিয়ে পড়, সবাই শুন্‌লে, কেন মার খেয়ে মর্ব্বে?

রঙ্গি। কি রকম বেরুবো! আমি বেরুবো না তুমি বেরুবে? এ বাড়ীর কর্ত্তা আমি তা জান? একটা বাজে বদ্-নাম দিয়ে তুমি যে আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়াবাধাবে, সেটি হচ্চেনা। আমায় অপমান করবার কি ফল, তা শিগ্‌গির টের্ পাবে! বজ্জাতি ভাঁড়ামি সব শুধরে দেব!

(বেগে প্রস্থান।)

শোহ। তাইত! বেটার চিবিয়ে চিবিয়ে সে সাধু ভাষা কোথা গেল? আর অত ভয় দেখালে কিসের?

শ্রীরাম। আমার মাথা ঘুরে গেছে। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা।

শোহ। কেন?

শ্রীরাম। আমি বড়ই ভুল করে ফেলেছি। সেই দান পত্র খানা আর কন্যার বিবাহের সম্মতি পত্রই দেখ্‌ছি মহা বিপদের মুল হয়ে দাঁড়াল।

শোহ। দানপত্র! সম্মতি পত্র!

শ্রীরাম হাঁ! সে কার্য্য শেষ হয়ে গেছে।

(রঘুয়ারাম, তড়িৎকুমারী বৃদ্ধা গৃহিনীর প্রবেশ।)

বৃদ্ধা। কি হয়েছে বাবা শ্রীরাম? বাবা ঠাকুর রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন কেন? এরা বুঝি সব যোট বেধে আবার কি সর্ব্বনাশ করে বসেছে?

শ্রীরাম। না, মা তার কেউ সর্ব্বনাশ করেনি! সেই বেটাই আমার সর্ব্বনাশ কচ্ছিল। আজ ধরা পড়েছে।

বৃদ্ধা। কি, তুইও ঐ দলে গেলি! তা হলে আমাকে আর এ বাড়ীতে টেক্‌তে দিবিনি? তিনি দেবতা সাধু, তিনি সর্ব্বনাশ করেন, একথা বলতে তোর জিব্‌ খসে গেলনা? কে তোকে লাগিয়েছে বল্‌ত!

শ্রীরাম। কেউ লাগায়নি মা! আমি স্বচক্ষে দেখেছি সে আমার কুলমান সব নষ্ট কর্ত্তে বসেছিল!

বৃদ্ধা। ওরে থাম শ্রীরাম থাম, লোকে চখেও সময়ে সময়ে ভূল দেখে। বাবা আমার সাক্ষাৎ দেবতা। তুই যা ব'ছিস্, তা হয়ত কারো মৎলবে ভুল দেখে ফেলিছিস

শ্রীরাম। কি আশ্চর্য্য। আমি চক্ষে দেখলুম, অথচ আপনি বলছেন কারো মৎলবে ভুল দেখেছি!

বৃদ্ধা। হাঁরে বাবা হাঁ, এমন হয়!

শ্রীরাম। হয়,কি না হয়,তা মা আপনি এখনি বুঝতে পার্ব্বেন! আপনার কুলবধুর সর্ব্বনাশ কর্ত্তে না পেরে পাজি বেটা যে আমার আর এক সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফির্চ্ছে, তা হয় ত এখনি টের্‌ পাবেন।

বৃদ্ধা। তুই যে তাঁকে অমন অকথা কুকথা বলছিস, তোর কি এমন সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফিচ্ছেন?

শ্রীরাম। আমার বাড়ী ঘর বিষয় আশয় জমা জমি সর্ব্বস্ব দখল কর্ব্বে; আমি পথের ভিখারি হব।

বৃদ্ধা। কেন? কিসে?

শ্রীরাম। আমি তার চাতুরিতে ভুলে, তাকে এক খানা দানপত্র লিখে দিয়েছি, আমি ঠিক্ বুঝতে পাচ্ছি, আমার সর্ব্বনাশ হল বলে!

(বিলাসিয়ার প্রবেশ)

বিলা। কর্ত্তা মশাই! দেখুন দেখি, এই সেই দানপত্র আর এই সেই সম্মতিপত্র কিনা?

শ্রীরাম। এইত সেই! হাঁ মা বিলাসিয়া! এ তুই কোথায় পেলি? আমার এ মৃত্যুবাণ তুই কেমন করে ফিরিয়ে আন্‌লি?

বিলা। বাবা ঠাকুর! শঠের সঙ্গে শঠতা কর্ত্তে হয়, তাই করে ফিরিয়ে এনেছি।

শ্রীরাম। মা, তোর প্রাণ এমন যে, তাত জানতুম না; তোকে কত বকেছি, কত কড়া কথা বলেছি?

বিলা। আপনার বকুনি যে বাবা আমাদের পক্ষে আশীর্ব্বাদ!

(প্রতিবাসীগণ সহ রঙ্গিয়ানন্দ, বিছুয়া ও পশ্চাতে জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। কর্ত্তা মশাই, আপনার সঙ্গে সাক্ষাত কর্ব্বার জন্য দুই-জন ভদ্রলোক বাইরে এসে অপেক্ষা কর্‌ছেন, তাদের সঙ্গে সন্ন্যাসী ঠাকুর ও রয়েছেন।

কর্ত্তা। যাচ্চি চল্‌। বিলাসি তুই ও চল মা, দেখি আবার কি বিপদ ঘটে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরাম স্বামীর বহির্ব্বাটী।

শ্রীরাম স্বামী বিলাসিয়া, রঘুয়ামও।

(দীপনের প্রবেশ)

রঙ্গি। আপনারা ভ্রাতঃ শ্রীরামস্বামীর প্রতিবাসী। উনি যে স্বইচ্ছায় আমাকে ওঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছেন, সেই দানপত্র উহারি সম্মুখে দেখাইবার জন্য আপনাদিগকে আনিয়াছি; অন্য পত্রও আছে পরে দেখাইব।

১ প্রতি। সে কি পত্র?

রঙ্গি। ওঁর তড়িৎকুমারী নাম্নী কন্যাকে আমাকে সম্প্রদান করিবার সম্মতি পত্র।

২ প্রতি। যখন ধর্ম্মভার আমাদের দিয়াছেন তখন উভয় পত্রই আমাদের দেখা কর্ত্তব্য।

রঙ্গি। দেখুন। বিছুয়া! সেই দলিল দুখানা?

বিছু। (জনান্তিকের ভাণে) কোন্ দুখানা প্রভু! যে দুখানা সে দিন জাল করা হইয়াছে?

রঙ্গি। (জনান্তিকে) চুপ্ পাজী। জাল কি?

বিছু। আজ্ঞে না, সে কথা বলব না। এই নিন্। (প্রদান)

১ প্রতি। দেখি দেখি (লইয়া পাঠ) হাঁ, এই খানা দানপত্র ও আর এই খানা সম্মতিপত্র বটে। শ্রীরাম স্বামী! এ আপনার নিজের স্বাক্ষর বটে?

শ্রীরাম। (দেখিয়া) না ভাই এ আমার স্বাক্ষর ত নয়।

রঙ্গি। মিথ্যা বলিও না ভ্রাতঃ!

২ প্রতি। আচ্ছা থামুননা ঠাকুর, আমি যে ওঁর স্বাক্ষর চিনি। (দেখিয়া) না এতো ওঁর স্বাক্ষর নয়!

রঙ্গি। সেকি! দেখি (দেখিয়া) ওঃ বটে! ওরে বেটা বিছুয়া! তুই আমার এই সর্ব্বনাশ করিছিস্! আজ তোর কাঁচা চামড়া গা থেকে ছাড়িয়ে নেব!

(ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ প্রদানে অগ্রসর)

রঘু। সাবধান! (রঙ্গিয়াকে ধারণ)

বিছু। ছেড়ে দিন্না; ওঁর জন্যে এতকাল জাল জুচ্চুরী বদ্মাই-সির সহায়তা করে এলুম, আজ উনি আমায় খুন্ না কল্লে মানাবে কেন?

১ প্রতি। তা হলে ব্যাপারটা কি?

বিছু। ব্যাপার আবার কি মশাই! এ জাল জুচ্চুরীর কাজ আমাদের ব্যবসা।

রঙ্গি। ও-পাজীর পেজমো কথা শুনবেন্না। ছেড়ে দাও নাহে, ওর ছালখানা ছাড়িয়ে নিই।

ওর ছাড়াবি তুই, কি তোর ছাড়াব আমরা, আগে সেটা ঠিক কর।

। ছিঃ ঠাকুর! তুমি কাজটা বড় খারাপ করেছে!

এখন তুমি বোঝ ওদের সঙ্গে, ওঁরা বুঝুন তোমার সঙ্গে, আমরা এখন আসি। শ্রীরামস্বামী! আমাদের কোন দোষ লবেন্ না।

শ্রীরাম। সেকি? সেকি? আপনাদের অবস্থায় আমি পড়লে ও আমায় আসতে হত। আসুন।

(প্রতিবাসীগণের প্রস্থান)

শোহা! এখন একে নিয়ে কর্ব্বেন কি?

শ্রীরাম। সে তোমরা জান?

রঘু। আগে আমি ঘা কতক খুব মারি, তারপর দরবারে পাঠিয়ে দিই।

শ্রীরাম। মেরেই বা কি হবে; ওর তা সওয়া আছে, আর দরবারে পাঠিয়ে দিয়েই বা কি হবে? কেবল কুল কুচ্ছ ব্যক্ত করা, আর নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া ব্যতীত ত আর কিছুই হবেনা। এক কাজ কর, ওকে বাড়ী থেকে বার করে দাও।

রঘু। আচ্ছা। তাই হবে। কিন্তু ওর জটা মুড়িয়ে, নাকে খৎ দিইয়ে 'তবে বার করে দেব। বেটা বড় জ্বালিয়েছে।

দীপ্ত। ভাল তাই কর। ধর্ম্মের ভাণ করে যারা এই সব করে তাদের এই রকম সাজাই হওয়া উচিত।

রঘু। বেশ্ কথা। কাউকে একটা নাপিত আন্‌তে পাঠাও।

বিষ্ণু। (জনান্তিকে) নাপিত আনতে ও হবেনা ওর কি ও সত্যি জটা! একটু জোরে টান্ মাল্লেই খুলে যাবে।

রঘু। বটে! (তথাকরণ) ওরে বেটা দমবাজ! একি! এখন চল, নাকে খৎ দিবি।

বিলা। ও দাদাবাবু! আর একটা কাজ আছে, ওকে ঐ গেরুয়া ছাড়িয়ে লম্পটের পোষাক পরিয়ে দাও।

রঘু। আর কোথায়ও এই রকম কাজ কল্লে সে কাজ তারা কর্ব্বে—যাঃ বেটা যা—

(গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেওন)

শ্রীরাম। এ বিপদ উদ্ধারের জন্য ভগবান কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট এই বিছুয়াকে আর বিলাসিয়াকে সবাই ধন্যবাদ দাও?

সকলে। ওরা বেঁচে থাক, সুখে থাক।

(বিছুয়া ও বিলাসিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

বিছুয়া। সবত ঠিক হলো—

(গীত)

বিছু। এইবারে? যা ব'লেছিলে?
নাও জেলে।
আমি যাই কপাট ঠেলে॥

বিলা। সখ করে কেউ জেলেতে আসে না,
ঠেলে মেরে তায় আনতে হয় সে কপাট ঠেলেনা;—

বিছু। আমি দাগি যে শালী,

বিলা। কই কোথা দাগ দেখাও নইলে জেল বন্ধ করি;

বিছু। এই দেখ বুক জোড়া দাগ, বহুকেলে।

বিলা। এস নিই বেঁধে ফেলে॥

ক্রোড়াঙ্ক।

সখীগণের গীত।

এবার ধরা পোড়েছে রোগ
এখন যেমন যেজন ক'রবে তেমন নিজের কর্ম্মভোগ ॥
মুড়িয়ে মাথা পালিয়েছে একজন হেথা ছোঁয়া'চ রোগে ভুগতেছে দুইজন ;
(বুঝি এ রোগের ভোগ, যাবজ্জীবন, এম্‌নি যোগাযোগ।
বিধির এমনি যোগাযোগ ॥

যবনিকা পতন।

